সংগীতরসমঞ্জরী।

শ্রীমহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

বি. পি. এম্‌স্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দ। ১৭৮৮।

বিজ্ঞাপন।

এই "সংগীতরসমঞ্জরী" নামে পুস্তক প্রকটন দ্বারা জনচিত্তরঞ্জনা করিবার আমার কোন সংকল্প ছিল না, তবে যে কারণে এতৎ বিষয়ে মনোযোগ করা যায় তাহা অত্র পুস্তকের প্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাপত্রে পত্রিত করিয়া বিজ্ঞবর সংগীতরসজ্ঞদিগের বিজ্ঞাপনার্থ সুপ্রকাশিত করিয়া লিখিতেছি।

একদা হোগোলকুঁড়িয়ানিবাসী গুণরাশি বিচক্ষণবর সৎপ্রতিপালক শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ গুহ মহাশয় সর্বজনসান্নিধানে মৎসমীপে ভঙ্গীক্রমে সুব্যক্ত করেন যে, যে সকল সংগীতশাস্ত্রবিশারদ সুশিক্ষিত কলাবিদ্যা-লোচক কলাবতাদির প্রণীত হিন্দিভাষায় সংগীত শ্রবণে যে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হওয়া যায় এবং রাগ রাগিণী ও তাল মানাদিসহযোগে সংগীতালাপকলাপে যাদৃশ শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি জন্মে, তাদৃশ বঙ্গভাষায় সুলক্ষ কবিতানুবন্ধে সংগীতাবলি প্রায় সুপ্রকাশিত নাই, যদিস্যাৎ কোন সুশিক্ষিত সংগীতদক্ষ এ পক্ষ সমাশ্রয়ে

তদনুরূপ স্বরূপভাবে অস্মদাদির জাতীয়ভাষায় গীতাদি
বিরচিত করিয়া গান করেন, তবে অসংশয় এতদ্দেশীয়
গীতানুরাগী জনগণের সুখবোধহেতু আশু চিত্তরঞ্জনা
হইতে পারে। যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিকুল বিপুল সদ্ভাব
সঙ্কুল ভক্তিরসপরিপূরিত গীতাদি রচনা দ্বারা বঙ্গ-
ভূবিভাবুকগণের চিত্ত চমৎকৃত করিয়া আসিয়াছেন বটে
কিন্তু যেরূপ প্রণালীর অনুগত হিন্দি গীতাদিতে ছন্দো
বন্ধ স্বরবদ্ধ হইয়াছে তদ্রূপ সংগীতশাস্ত্র স্বরসঙ্গত
ছন্দোনুক্রম রক্ষাযোগে বাঙ্গালাগীত রচনা, অর্থাৎ
খেয়াল ও টপ্পাদি হিন্দি গীতানুসারে স্বর সংকলনপূর্ব্বক
অবিকল ছন্দোদ্ভাবন হেতু অদ্যাবধি কোন সুপণ্ডিত
ব্যক্তিই পুস্তক প্রচারে চিত্তসঙ্কল্প করেন নাই। শুদ্ধ
বহু আয়াসে পদবিন্যাসপূর্ব্বক কবিত্ব দর্শাইয়া গিয়া-
ছিলেন ছন্দ বা স্বরের সুশ্রাব্যতার প্রতি বিশেষ মনো-
মতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বিচক্ষণ মহানুভাবের বদনবিনির্গত এতদ্বাক্য শ্রবণে
ক্রমশঃ মনোমধ্যে এমন বাসনা সমুদিতা হইল যে, স্বীয়
পরিশ্রম দ্বারা যদিস্যাৎ সংকল্পিত বিষয়ের যথা
কথঞ্চিৎ ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে
শ্রোতৃবর্গের পরিতুষ্টি এবং গান্ধর্ব্ববিদ্যোৎসাহিদিগের
আনন্দসন্দোহোদয়ের সম্যক সম্ভাবনা। এতৎ পরি-
চিন্তা করিয়া পরমার্থতত্ত্বঘটিত কতিপয় সংগীত অর্থাৎ

গণেশ, মহেশ, ভগবতী দুর্গা ও বিষ্ণুবিষয় এবং বাক্-
বাদিনী সরস্বতী, গঙ্গা, কালী প্রভৃতি দেব দেবীগণের
গুণানুবর্ণনানন্তর সাহ সদারঙ্গ, শোরি প্রভৃতি সংগীতজ্ঞ
পুরুষদিগের প্রণীত খেয়াল, টপ্পা, অপর বারাণসী
প্রভৃতি স্থানস্থিত নর্ত্তকীগণের নর্ত্তনোপযোগী ঠুংরী,
পারস্য ও হিন্দি ভাষাসংকলিত গজল, রোবাই, সিদ্ধ-
পুরুষ তুলসীদাসাদি মহাত্মাদিগের কৃত ভজনাঙ্গ গীতা-
দির কিয়দংশ সংগ্রহ করতঃ তদর্থানুবাদে, তৎ তৎ সুরের
আভাসে রাগ, রাগিণী ও তাললয় সংযোগে প্রেম,
ভক্তিরসাদি সম্মিলিত তত্ত্ব তালাদি ছন্দবন্ধে গৌড়ীয়
ভাষায় সংগীতাবলি প্রকাশ করিলাম। এতৎ পুস্তক
শ্রবণ, পঠনে মহোদয়গণের মনে যদি সন্তোষোদয় হয়,
তবেই আমার এ পরিশ্রমের সফলতা সিদ্ধি হইতে পারে।
যে সকল বঙ্গভাষায় গীতাবলি প্রকাশ করা হইয়াছে,
তাহার কতকগুলি গীতের উপরিভাগে ক্ষুদ্রাক্ষরে হিন্দি
গীত সকল আদর্শ স্বরূপ সংলিখিত হইল। সুরজ্ঞ পুণ্য-
ধন্যজনেরা দৃষ্টিপাতমাত্র সুসাধ্য বোধ করিতে পারি-
বেন। কুমারহট্টনিবাসী প্রসিদ্ধ ভিষক্বর শ্রীযুক্ত বাবু
রামচরণ বরাট মহাশয় দ্বারা সংশোধিত হইয়া মুদ্রা-
ঙ্কিত হইল। হিন্দি ভাষার গীতাদির সুর, তাল, লয়
বর্ণাদির সন্দর্ভতা এবং তুল্যতা সম্পাদনার্থ অনেক
আয়াসে গীতাবলি রচনা করিতে হইয়াছে। ভ্রান্তি-

বশতঃ ভাবগত, কি অক্ষরবিন্যাসের প্রণালীগত, অথবা অযুক্ত বর্ণন জন্য যদি কোন ভাবদোষোদ্ভাবন হইয়া থাকে, তাহা সুপণ্ডিতগণের পরিগ্রহণ না করিয়া মরালবৎ ক্ষীর গ্রহণন্যায় গুণ গ্রহণপূর্ব্বক অস্মৎ উৎসাহ সংবর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীমহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নবদ্বীপান্তঃপাতী পালপাড়া।

শকাব্দ ১৭৮৮। ১লা বৈশাখ।

সংগীতরসমঞ্জরী।

তত্ত্ববিষয়ক।

মনের প্রতি আত্মার ভর্ৎসনা ও উপদেশ।

কি কারণ মূঢ় মন হলে তুমি খল রে।
এতেক যন্ত্রণা পেয়ে না হও সরল রে॥
ধৈর্য্য গুণ ত্যজি কেন এমন চঞ্চল রে।
স্থির হও যদি চাও আপন মঙ্গল রে॥
সুকৌশলে ধৈর্য্যবলে রিপুদলে দল রে।
ইন্দ্রিয় করিতে বশ নিগ্রহকে বল রে॥
মায়া-মাদকের ঘোরে হইয়া বিহ্বল রে।
পীযূষ ত্যজিয়া ভ্রমে ভক্ষিলে গরল রে॥
বিনা নিত্য উপাসনা বাসনা বিফল রে।
দেখিছ বিবিধ বিত্ত অনিত্য সকল রে॥
কেন আর ভ্রমগুণে মোহানলে জ্বল রে।
নিভাও বৈরাগ্য-জলে হইবে শীতল রে॥

যার বলে হও বলী তার কথা কও রে।
সত্ত্ব-রসে হোয়ে মত্ত তত্ত্ব-পথে চল রে॥
সেই সত্য সনাতন নিত্য নিরমল রে।
ভাব বসি কিবা নিশি দিবা দণ্ড পল রে॥
ভাবিলে ভাবী ভাবনা চক্ষে আসে জল রে।
ভব পার হইবার কি আছে সম্বল রে॥

রাগিণী রামকেলি—তাল জলদ্ তেতালা।

বিশ্বরাজ্য কার্য্য দৃশ্য হইয়া নয়নে।
অনিবার্য্য তোমার মহিমা পড়ে মনে॥
জীবের শিবের তরে, দিবাকরে দিবা করে,
নিশাকরে নিজ করে, তিমির হরে ভুবনে॥
হিম শিশিরাদি ছয়, ঋতু পরিবর্ত্ত হয়,
নিয়মে পবন বয়, স্থির নয় ক্ষণে।
ভূচর খেচর নরে, সুখে সব চরাচরে,
প্রভু তব কৃপাবরে, কাল হরে দেহিগণে॥
তুমি নাথ মনোময়, সর্ব্ব দেহের আশ্রয়,
মম চিত্তে নাহি ভয়, দয়া দরশনে।
ইহ পারত্রিক ভাবনা, নাহি করি আলোচনা,
বিতরি করুণা কণা, তারিবে এ দীন জনে॥

রাগ ভয়রোঁ—তাল জলদ্‌তেতালা।

শরীরমার্জ্জনা বিষয়বাসনা দর্শনে।
মৃত্যু আর পৃথিবী হাসেন হৃষ্টমনে॥
বপু চিরস্থায়ী নয়, পতন হবে নিশ্চয়,
এই তব রম্যালয়, বাসী হবে অন্য জনে॥
যেমত ইতিহাসে বলে, জার অপত্য করি কোলে,
আমার যাদু ধন বলে, নাচায় যতনে।
গৃহে হাসে তার জায়া, কার পুত্রে কার মায়া,
তেমতি মায়ার ছায়াবাজী দেখিছ নয়নে॥
অতএব বলি সার, তুমি কার কে তোমার,
কেন কর মন আমার, যত্ন মিথ্যা ধনে।
এ দেহ হইলে শব, কেহ সঙ্গী নয় তব,
ভাব সেই ভবধব, নির্ব্বিশেষ নিরঞ্জনে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

তার কোথায় নিবাস।
যেজন সৃজিয়া পুনঃ করয়ে বিনাশ॥
ক্ষিত্যাকাশ বায়ু জল, মিশ্রিত করি অনল,
নির্ম্মিল দেহ সকল, অতি সুবিন্যাস॥

ছয় রিপু দশেন্দ্রিয়, তারা অতি কমনীয়,
ব্যক্তি ভেদে সর্ব্ব প্রিয়, প্রকাশে উল্লাষ।
আর দেখ মন প্রাণ, করিয়ে সর্ব্ব প্রধান,
দিয়েছে তাদের স্থান, অতি অপ্রকাশ ॥
ভূচর খেচর নর, সকলের চরাচর,
পূর্ণ করিছে উদর, যথা অভিলাষ।
কিন্তু মায়া মোহযোগে, আর কত শোক রোগে,
বিবিধ যন্ত্রণা ভোগে, করে দেহ নাশ ॥
কেন জগৎপিতা হোয়ে, আপন সন্তান লোয়ে,
স্নেহে দুটো কথা কোয়ে, না পুরায় প্রয়াস।
যদি না দেয় দরশন, ফিরে লবে নিজ ধন,
পুনঃ না করে স্বজন, করি তায় আশ্বাশ ॥

রাগিণী ভৈরবী— তাল জলদ তেতালা।

সেই নিত্যধনে।
কিবা দিবা বিভাবরী ভক্তিভাবে ভাব মনে ॥
যে নির্ম্মিল এ সংসার, জীব জন্তু নানাকার,
খুলিয়ে গুপ্ত ভাণ্ডার, দেয় আহার সর্ব্বজনে ॥
শশি নক্ষত্র তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ,
ঋতুর পরিবর্ত্তন, কুশল কারণে।

বর্ষ মাস তিথি বার, ভ্রমিতেছে বার বার,
সুখের তরে সবার, পবন বহে প্রতিক্ষণে ॥
যিনি ত্রিজগৎ আর্য্য, তাঁর কার্য্য অত্যাশ্চর্য্য,
ভাবিতেছি অনিবার্য্য, কার্য্য দরশনে।
পুলকিত মন প্রাণ, নাহি হয় পরিমাণ,
সুখে বিভুগুণ গান, করি প্রসন্ন বদনে ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

শুন মন আমার, ভ্রমে কত আর,
খাটিবে পঞ্চ ভূতের বেগার।
অনিত্য এ দেহ, রোগ শোক গেহ,
যারে কর তুমি আমার আমার ॥
মৃত্তিকা অনল, বায়ু শূন্য জল,
পঞ্চেতে নির্ম্মিত জীবের আকার।
দেহ অবসানে, যাবে নিজ স্থানে,
যা হতে উৎপত্তি হয়েছে যাহার ॥
দশের দাসত্ব, কোরে কি প্রভুত্ব,
প্রকাশ করিছ সদা আপনার।
ধৈর্য্য ক্ষমা রসে, বশ কর দশে,
জাননা এ সব অধীন তোমার ॥

মিলে শত্রু ছয়, করিলেক ক্ষয়,
যে ছিল পরম ধনের আগার।
কর রে নিগ্রহ, ঘুচিবে বিদ্রোহ,
জগতে এ কথা আছে ত প্রচার॥
বল কি আশায়, এ ভববাসায়,
কেবা পাঠায়েছে বাস কোথা তার।
ভ্রমেও ভাবনা, সে সব ভাবনা,
দিবা নিশাকালে ভুলে একবার॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল জলদ্ তেতালা।

পট্টবস্ত্র পরিলে কি হয় জ্ঞানী লোক।
সাধু নাহি হয় ভালে কাটিলে তিলক॥
না থাকিলে অনুষ্ঠান, বৃথা মাত্র মনভান,
বিনা পরমার্থজ্ঞান, মিছা ধ্যান অমূলক॥
আচরিয়া সদাচার, ঘুচাও চিত্তবিকার,
নাশ মায়া-অন্ধকার, জেলে জ্ঞানালোক।
বশ কর রিপু সবে, তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম হবে,
ভয় না রহিবে ভবে, জয় ইহ পরলোক॥

হও পর হিতে রত, সর্ব্ব জন অনুগত,
বিচারিয়া সদসৎ, সত্যের পালক।
ত্যজ অহঙ্কার দ্বেষ, ভাব নিত্য নির্ব্বিশেষ,
হতেছে আয়ুর শেষ, প্রতি পতনে পলক॥

রাগিণী মুলতান—তাল জলদ্ তেতালা।

মিছে ভ্রমে ভুলে মম মন।
ধন পরিজন মায়ার প্রভাবে সবে
জ্ঞান করিছ আপন॥
অকর্ম্মে প্রতিনিয়ত, করিছ এ কাল গত,
সে কালান্ত কালাগত, বারেক নাহি স্মরণ॥
অতএব বলি সার, ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার,
সেই নিত্য নিরাকার, ভাব প্রতিক্ষণ।
ছাড় এ অলীক আশা, দারা পুত্র ভালবাসা,
অন্তে পাবে ভাল বাসা, আশা হবে নিবারণ॥

রাগিণী পুরবী—তাল ঢিমা তেতালা।

ভ্রমে গেল আয়ু-বেলা কাল-নিশী আগত।
ফুরাইবে লীলা খেলা, হোলে মহানিদ্রাগত॥

নিয়ত মায়ার বশে, মত্ত হোয়ে ব্যর্থ রসে,
তুষিতে ইন্দ্রিয় দশে, বৃথা কাল হোলো হত ॥
অসারে জানিয়ে সার, করিয়ে আমার আমার,
খাটিলে ভূতের বেগার, কত অবিরত।
মিছা কামে হোয়ে কামী, সতত কুপথগামী,
না ভাবিলে সর্ব্বস্বামী, মন তুমি নও মনোমত ॥

রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমা তেতালা।

বন ঠনে কাঁহা চলে।
এইসিকো মন ভাওয়ে সাঁওঅরে সলোনে কাহ্লাঞি ॥
এয়সে দেখোঁ যেয়সে দূজেকোঁ চন্দ্রম ছিপায়,
লোগোঁ দেত দেখাই ॥

না হয় এ অনিত্যালয়ে স্থিতি চির দিন।
তবে কেন আছ মিছে আশার অধীন ॥
পঞ্চভৌতিক দেহ, যারে তুমি কর স্নেহ,
কেবল রোগ শোক গেহ, বিনাশনে হয় ক্ষীণ ॥
বাল্য যুবা কাল দ্বয়, বৃথায় হইল ক্ষয়,
না কর অন্তের ভয়, হইলে প্রাচীন।
এ দেহ হোলে পতন, সঙ্গী নয় ধন জন,
হয়োনা অবোধ মন, বিভু ভজন বিহীন ॥

রাগ দেষ-মল্লার—তাল জলদ্ তেতালা।

যাকো নাম না জানো ঠেকানা।
সখি মোহে ওযাহি দেশ্‌কো জানা ॥

যাঁহা ছুট্ জায়্ যম ফান্দা, যাঁহা দুনিয়া নেহি কুছ্ ধান্দা,
যাঁহা উদয়্ নেহি শশী ভানা ॥
যাঁহা বেদ্ পোরাণা না বাহ্মাণা, যাঁহা কেতাব কোরাণা,
না মৌলানা, যাঁহা হিন্দু তোরক্ সমানা।
যাঁহা আগন পবন নেহি পানি, যাঁহা মরৎ জীয়ৎ নেহি
জানি, যাঁহা জাকো ফের না আনা ॥

কবে যাব সেই দেশ।
যাহার নাম ঠেকানা না জানি বিশেষ ॥

নাই জাতিঅভিমান, সর্ব্ব জীবে সম জ্ঞান,
না আছে বেদ কোরাণ, অহঙ্কার দ্বেষ ॥
নাহি যম অধিকার, আর সাংসারিক ভার,
সর্ব্ব রূপ একাকার, ত্যজ্য হয় বেশ।
রবি শশীর উদয়, কখন নাহিক হয়,
রহিত লৌকিকভয়, সুখ দুঃখ ক্লেষ ॥
অগ্নি সমীরণ জল, বর্জ্জিত আছে যে স্থল,
জন্ম মৃত্যু ফলাফল, পাপ পুণ্য লেশ।

পশু পক্ষী জলচরে, কিম্বা চরাচর নরে,
যে স্থানেতে গিয়া ফিরে, নাহি আইসে শেষ ॥

রাগ সুরট-মল্লার—তাল ঢিমা তেতালা।

দীনহীনে কর কৃপা ওহে কৃপাময়।
জগত আশ্রয় ॥
তুমি অগতির গতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি,
এ অকৃতি মূঢ়মতি, তব রাজ্য ছাড়া নয় ॥
হোয়ে মায়া অনুগত, নাহি জ্ঞান সদসত,
করিতেছি কুকর্ম্ম কত, গণনায় না সংখ্যা হয় ॥
হোতেছে আয়ুর শেষ, শ্বেত হোলো শ্যাম কেশ,
তবু না হোলো বিশেষ, হিত বোধোদয়।
যার বলে হই বলী, তারে বিনা কারে বলি,
তুমিত কারণ সকলি, বিনাশ কীনাস ভয় ॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল জলদ তেতালা।

স্বদেশে বিদেশ জ্ঞান বিদেশে স্বদেশ।
কিকারণ কর মন নিজ দেশে দ্বেষ ॥
কোথা হতে কে তোমারে, কোন কর্ম্ম করিবারে,
পাঠায়েছে বিশ্ব সংসারে, সত্য বল সবিশেষ ॥

আসি আশি লক্ষ বার, চৈতন্য নাহি তোমার,
পুনঃ কত সবে আর, জন্ম মৃত্যু ক্লেষ।
ধরিয়ে বৈরাগ্য আশা, ভগ্ন কর আশাবাসা,
ঘুচে যাবে যাওয়া আসা, শেষ হবে ধরা বেশ॥
মায়া-মাদকের ঘোরে, বার বার ভবঘোরে,
কত আর মরিবে ঘুরে, এ দেশ সে দেশ।
সত্ত্ব-রসে দিয়ে মন, ভাব সদা সর্ব্বক্ষণ,
সেই সত্য সনাতন, নিরঞ্জন নির্ব্বিশেষ॥

রাগিণী পরজ কালেংড়া—তাল জলদ তেতালা।

মুখে বলি আমি আমি, আমি আমি নই হে।
ছেড়ে গেলে দেহস্বামী, আমি আমি কোই হে॥
তব সৃষ্টি নয় সোজা, কিছুতে না যায় বোঝা,
মিছা পঞ্চ ভূতের বোঝা, সদা শিরে বোই হে॥
হোয়ে মায়া অনুগত, সদত কুকর্ম্মে রত,
যেন পাগলের মত, করি হোই হোই হে।
মোহমদে বলি আমি, সে কেবল মাতলামি,
বুঝিলাম নহি আমি, তব দাস বোই হে॥
যত দিন জীবিত থাকি, যেন সদা তোমায় ডাকি,
তোমারে হৃদয়ে রাখি, তব কথা কোই হে।

এই কোরো হে দীনেশ, ভোগের হইলে শেষ,
পুনঃ যেন ধোরে বেশ; আমি নাহি হই হে ॥

রাগিণী পরজ-মোহিনী—তাল জলদ তেতালা।

তুমিপ্রভু বিরাজ করিছ দেহ অভ্যন্তরে।
মম জ্ঞান হয় আছ কত দেশ দেশান্তরে ॥
যেমত ইতিহাসে বলে, সন্তান করিয়া কোলে,
পুত্র হারায়েছে বোলে, ঘোষণা দেয় নগরে ॥
আমি সদা শিলাজলে, বৃক্ষমূলে তীর্থস্থলে,
কোথা দীননাথ বোলে, তত্ত্ব করি সর্ব্বত্তরে।
অন্তরে থাকিয়ে কেন, কর এত প্রতারণ,
দেও আমায় দর্শণ দান, দয়াময় অতঃপরে ॥

রাগিণী পরজ কালেংড়া—তাল জলদ তেতালা।

বাস করা ভার হোলো আমার,
নবদ্বারি ভাঙ্গা ঘরে।
হেরে সশঙ্কিত চিত, সদা টল মল করে ॥

ক্রমে বায়ু চালনায়, তৃণ নাহি মটকায়,
বন্ধন আল্‌গা তায়, জীর্ণ খুঁটি ঘুণ ধোরে ॥
দুষ্ট তস্কর শমন, ভ্রমিতেছে সর্ব্বক্ষণ,
প্রবেশি ভগ্ন ভবন, কবে ধন প্রাণ হরে।
এসময় কোথা ঘরামী, ভয় পেয়ে ডাকি আমি,
তুমি দেহ-গেহ স্বামী, দেখা দেহ অতঃপরে ॥

রাগিণী চেতাগৌরী — তাল জৎ।

নিলে পাঁচ ভূতে ঘটালে একি দায়।
আমায় যেন রঙ্গে ঢঙ্গে সঙ্গের পুতুলা নাচায় ॥
আছে তায় শত্রু ছয়, নাহি হয় পরাজয়,
তাদের করিয়ে ভয়, দশে সেবি দিন যায় ॥
আর এক নারী ভূত মাজে, বিরাজে মোহিনী সাজে,
কাযে কাযে এ সমাজে, ভুলে আছি তার মায়ায়।
ভূতনাথ দয়াময়, এ দীনে হোয়ে সদয়,
নিবার ভূতের ভয়, তব অদ্ভূত কৃপায় ॥

গণেশাদি দেবদেবীর গুণগানারম্ভ।

রাগ মালকোষ—তাল জলদ তেতালা।

বিঘ্নহর লম্বোদর দয়া কর দীন জনে।
সিদ্ধ হয় সর্ব্বকাম তোমার নাম স্মরণে॥
চতুর্ভুজ গজানন, কিবা সুন্দর বরণ,
তুষিতে ভক্তের মন, নূপুর রাঙ্গা চরণে॥
মূষিক বাহনে গতি, সতত আনন্দ মতি,
সম্প্রতি হের মাপ্রতি, নলিন নয়নে।
দিয়ে রাঙ্গা পদাশ্রয়, কর ক্ষয় ভবভয়,
যেন প্রভু পূর্ণ হয়, যে বাসনা আছে মনে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

সারদে বরদে মাতঃ বিণাবাদ্য বিনোদিনী।
বিশ্বজননী নলিননয়নী নারায়ণী॥
ব্রহ্মময়ী বেদমাতা, ত্বংহি প্রণবপ্রসূতা,
তব প্রসাদে বিধাতা, ধারণ করে লেখনী॥
শ্বেত শতদলোপরে, রাখি পদ ভঙ্গি কোরে,
সুশোভিত শ্বেতাম্বরে, রজত বরণী।
কমলাস্যে মৃদু হাসি, যেন চপলা প্রকাশি,

নাশিছে তিমিররাশি, কালফাঁসী নিবারিণী ॥
বিরিঞ্চি বিষ্ণু মহেশ, না জানে মহিমা লেশ,
অন্যে কি বর্ণিবে শেষ, বচনে বাখানি।
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি মা বেদ বেদান্ত,
বিনাশ অজ্ঞানধ্বান্ত, জ্ঞানাঞ্জন প্রদায়িণী ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদ তেতালা।

গণেশজননী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
মানস-মণ্ডপে বাস কর গো হরমোহিনী ॥
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিকেয় গণপতি,
সিংহপৃষ্ঠে করি স্থিতি, মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥
আছে শান্তি-গঙ্গাজল, ভক্তি-পুষ্প বিল্বদল,
ক্ষমা-নৈবেদ্যাদি ফল, শ্রদ্ধা-ভোগআচমনী।
বিবেক-অস্ত্র ধারণে, ষড় রিপু-ছাগগণে,
শ্রীচরণে বলিদানে, কৃতার্থ হব জননী ॥
শম দম বাদ্যোদ্যম, হোমাদি মনঃসংযম,
পূজিব যথা নিয়ম, নিশ্বাস-শঙ্খধ্বনি।
জ্ঞান-নেত্রে দরশন, করিব মা সর্ব্বক্ষণ,
মহেশের নিত্যধন, ও রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥

শ্যামাবিষয়ক।

কেন মন মায়াযোগে, নিরবধি শোকরোগে,
দুঃখভোগে বৃথা দিন যায় রে।
চল মেলি দুই ভাই, ভক্তিনদী তীরে যাই,
কায নাই অসার চিন্তায় রে॥
আছে তায় শ্রদ্ধাজল, অতিশয় সুশীতল,
নিরমল কিবা শোভা পায় রে।
তদুপরি কত শত, শান্তিপদ্ম বিকসিত,
অবিরত বহে ক্ষমা বায় রে॥
দয়া অলিরাজগণে, মধু পানানন্দ মনে,
সর্ব্বক্ষণে গুন্ গুন্ গায় রে।
বিবেকাদি হংস মেলি, হয়ে সবে কুতূহলী,
করে কেলি ভাসিয়ে তথায় রে॥
নদীতটে কল্প বৃক্ষ, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
লক্ষ লক্ষ ফল ফুল তায় রে।
গেলে তার সন্নিধান, ফলভোগে তৃপ্ত প্রাণ,
হবে স্থান নিরাশা বাসায় রে॥

রাগিণী রামকেলি—তাল জলদ তেতালা।

নিস্তার ভব-দুস্তরে ও মা নিস্তারিণী।
মা বিনে সন্তানের মায়া কে জানে জননী॥
দিগ্বসনা শবাসনা, ত্রিগুণা লোলরসনা,
পূরাতে মনোবাসনা, ভুল না গো ভবরাণী॥
কাল রূপে কোরে আলো, বিরাজ করিছ ভাল,
গলে দোলে জবামাল, মেঘে যেন সৌদামিণী।
যত দিন আছে জীবন, অহরহ সর্ব্বক্ষণ,
ও রূপ করি দর্শন, এই কোরো ত্রিনয়নী॥
বদ্ধ কোরে মায়াপাশে, রেখেছ মা নিজ দাসে,
সদা ভীত সেই ত্রাসে, দিবস রজনী॥
দিয়ে রাঙ্গা পদাশ্রয়, হর গো কৃতান্ত ভয়,
যেন অন্তিম সময়, বলে শিব কালী বাণী॥

রাগিণী জয়জয়ন্তি-মহ্লার—তাল ঝাঁপতাল।

মম হৃদি-সরোবরে, মানস-অম্বুজোপরে,
সদাশিব উরে কে বিহরে বামা অট্ট হাসি।
ভাসিছে ক্ষীরোদার্ণবে, যেন নীলোৎপল আসি।
শ্রীচরণতল প্রভা, রক্তশতদল আভা,

ভক্ত মনমধুলোভা, তাহাতে মিলিল আসি ॥
চতুর্ভুজা দিগ্বসনা, ত্রিগুণা লোল রসনা,
আছে রুধিরে মগনা, দৈত্য দানব বিনাশি।
গলে দোলে মুণ্ডমাল, এলায়িত কেশজাল,
কালরূপে কোরে আলো, নাশিল তিমিররাশি ॥
অসি মুণ্ড বরাভয়, শোভে কর চতুষ্টয়,
যার রাঙ্গা পদাশ্রয়, সুর নর অভিলাষি।
কালভয় নিবারিণী, অশিব শিবকারিণী,
বুঝি জীব নিস্তারিণী, শিবে নিস্তারিল আসি ॥
কালী যার জাগে মনে, কি কায তীর্থ ভ্রমণে,
সে জন যে সর্ব্বক্ষণে, গৃহবাসে তীর্থবাসী।
যথা শক্তি করি ভক্তি, যেই পূজে শিব শক্তি,
আছে মহেশের উক্তি, মুক্তি তার হয় দাসী ॥

রাগিণী গুজরি-টৌড়ি— তাল কাওয়ালা।

তেলেল্লাল তাকে দিম দিম তাকে দিম দিম
তাকে দিম দিম দিম তানানান। নানানান।
দিক দিক দিক দিক তানানান। দিক দিক দিক
তানানা তেক ধেক তেক ধেক তেলেল্লাল তাক দিম
তেলেল্লাল তাক দিম ॥

ওরে মন মিছা মায়ায় ভুল না,
হলো না সাধনা এ তব কি বিবেচনা।
ত্যজিয়ে পরমতত্ত্ব ব্যর্থ ধনে বাসনা ॥
বাল্যাদি যৌবনকাল, কুরসাভিলাষে গেল,
নিকট হইল কাল, ভেবে দেখ না।
তথাপি চঞ্চল চিত্তে না হোলো চেতনা ॥
ভবসিন্ধু তরিবার, উপায় নাহিক আর,
বিনা শ্যামা মার, শ্রীচরণ সাধনা।
অতএব অবিশ্রাম, মুখে বল কালী নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম, দ্বিধা ভেবো না।
অন্তে পাবে মোক্ষধাম, রবে না ভবযন্ত্রনা ॥

রাগিণী দরবারী-টৌড়ি—তাল জলদ তেতালা।

দানি দিম দারা তানা দেরে ওদানা তানা দেরে না।
দেঃতোম ধেতোম তোম তোম তানানানানা না আ ॥

হের ভবদারা ত্রিলোক নিস্তারা।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ত্বংহি সারাৎসারা ॥
বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি লয়, তোমার মায়াতে হয়,
আগমে নিগমে কয়, ত্বং সাকারা নিরাকারা ॥

তুমি শ্যামা তুমি শ্যাম, তুমি সীতা তুমি রাম,
তুমি নিত্যানন্দধাম, ত্বং ভবভয় হারা।
তুমি শিব তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি,
তুমি শাস্ত্র তুমি যুক্তি, ত্বংহি কালী তারা॥

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিদাত্রী, জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী,
বিশ্ব স্থিতি বিলয়কর্ত্রী, ত্রিতাপহর্ত্রী কালিকে॥
চরণতল বরণ কি শোভা,
যেন কোটি প্রভাকরে করে প্রভা,
বাজিছে নূপুর ভক্তমনোলোভা,
উগ্রচণ্ডা মুণ্ডমালিকে॥
অসিত বরণা বিলোল রসনা,
দনুজদলেরে দলন বাসনা,
শ্রুতিযুগে শিশুযুগ সুভূষণা,
মৃদুহাসি শশিভালিকে।
চতুর্ভুজা চারু মৃণাল গঞ্জীত,
বরাভয় অসি মুণ্ড সুশোভিত,
কোটি তটে ছিন্ন কর বেষ্টিত,
অন্নদে মা অম্বিকে॥

বিকট দশনা তায় বিবসনা,
ভীষণ ভুষণা একি বিবেচনা,
পাগলিনী মত কর আলোচনা,
হোয়ে ত্রিভুবনপালিকে।
শব শিরোপরে রণোন্মত্ত বেশে,
করিছ নৃত্য আলুলিত কেশে,
দেখো অবশেষে ভুলো না মহেশে,
গিরিবর রাজবালিক॥

রাগ গৌড়-মহ্লার—তাল একতালা।

গো আনন্দময়ী হোয়ে,
নিরানন্দ করা কি উচিত।
জগদানন্দ কারিণী, আছে জগতে বিদিত॥
নিয়ত কুকর্ম্ম ফলে, ভাসি নিরানন্দজলে,
উদ্ধার মা কৃপাবলে, হই নিত্য আনন্দিত॥
আমি অকৃতি সন্তান, নাহি হিতাহিত জ্ঞান,
তাই কোরে পাষাণ প্রাণ, জননি আছ বিস্মৃত।
একেত পিতা পাগল, ভাঙ্গ খেয়ে আছে বিহ্বল,
কেবল মাতৃ স্নেহবল, সম্বল মাত্র সম্ভাবিত॥

রাগিণী পরজ— তাল কাওয়ালী।

মিছা ভ্রমে ভুলে মন আমার।
ত্যজিয়ে পরমতত্ত্ব, ব্যর্থ ধনে আছ মত্ত,
জাননা সব অনিত্য, কেবল চিত্তবিকার॥
দেখ দেখি মনে ভেবে, যবে প্রাণ অন্ত হবে,
কেহ সঙ্গে নাহি জাবে, দারা সুত পরিবার॥
কালবশে গেল দিন, ক্রমে তনু হোলো ক্ষীণ,
এখন আশার অধীন, ভ্রান্তি তোমার।
যদি চাও নিজ হিত, পরমার্থে কর প্রীত,
গাও কালী নাম গীত, হৃদে জপ অনিবার॥
কালী পাদপদ্ম সুধা, মন রে পান কর সদা,
ঘুচিবে বিষয়ক্ষুধা, হবে ভবে পার।
মহেশের এই বাণী, বিনা ও চরণ দুখানি,
অন্য কিছু নাহি জানি, শ্রীপদ করেছি সার॥

রাগিণী পরজ—তাল ধামার।

বরসানেতে আয়ে হামে জানো পিয়া নাছনে
তেহার পছানে।
কহুঁ কাজর কহুঁ পিকনিক অনগণ রূপতাক শোহা
জাত বাখানে॥

কে বুঝিতে পারে এ সংসারে
কিরূপে কাহারে কর দয়া।
কখন হইলে কালী, কভু হোলে বনমালী,
সভয়ে অভয় দানে, তুমি গো অভয়া॥
সাধক সাধনাবলে, কর্ম্মী নিজ কর্ম্মফলে,
প্রাপ্ত হোতেছে সকলে, ও পদছায়া।
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি স্তুতি নতি,
কি হবে দীনের গতি, ওগো গিরীন্দ্রতনয়া॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল জলদ তেতালা।

কালীকল্পতরুডালে মনপাখি কর রে বাসা।
রবে না কোন যন্ত্রণা,
হবে না আর যাওয়া আসা॥
স্থির হোয়ে পরমসুখে, কালী বুলি বল মুখে,
আসিবে না তব সম্মুখে, কালব্যাধ প্রাণনাশা॥
ক্ষুদ্র উদরের তরে, উড়িতেছ শূন্যোপরে,
আধার আধার কোরে, না পূরে প্রত্যাশা।
ধর্ম্ম অর্থ আদিচয়, আছে ফল চতুষ্টয়,
ভোগেতে হইবে ক্ষয়, বিষয়ক্ষুধা পিপাসা॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঢিমা তেতালা।

এত আশা ভাল নয়।

প্রতি ক্ষণে পরমায়ু হইতেছে ক্ষয়॥

ভবে আশা কি কারণ, বারেক না ভাব মন,
রত্নজ্ঞানে ব্যর্থ ধন, করিতেছ ক্রয়॥
দারা সুত পরিবার, কেহ ত নহে তোমার,
মায়ার প্রভাবে সবে, হোতেছে প্রত্যয়।
মহেশের এই উক্তি, কালীপদে রাখ ভক্তি,
অন্তে লাভ হবে মুক্তি, রবে না কৃতান্ত ভয়॥

রাগিণী সুরট-মল্লার—তাল জলদ তেতালা।

শব শিবোপরে কে বিহরে বামা উলঙ্গিনী।

ভীষণ ভূষণ যেন রণরসরঙ্গিনী॥

কিবা চরণসরোজে, সুবর্ণ নূপুর বাজে,
জ্ঞান হয় অলিরাজে, করে গুন্ গুন্ ধ্বনি॥
বিলোল রসনা ভীমা, রূপের নাহিক সীমা,
এ বামা যে অনুপমা, নীলাব্জবরণী।
ছিন্ন শির শোভে করে, কাঁপে ধরা পদভরে,
দর্শনে অঙ্গ শিহরে, কটিতটে করশ্রেণী॥

মুণ্ডমালা দোলে গলে, প্রজ্বলিত কোপানলে,
নাশিয়ে দানবদলে, অসিধারিণী।
এলায়ে পড়েছে কেশ, যেন পাগলিনী বেশ,
তাই ভীত হয়ে মহেশ, সেবে চরণ দুখানি॥

রাগিণী পরজ-কালেংড়া—তাল জলদ তেতালা।

মায়ামদে মত্ত হয়ে আছ মন অচেতন।
হারালে পরমতত্ত্ব ভুলে গুরুদত্ত ধন॥
কি আশায় ভবে আসা, ত্যজ সে সব প্রত্যাশা,
প্রবল বিষয়পিপাসা, কিসের কারণ॥
হতেছে আয়ুর শেষ, শ্বেত হোলো শ্যাম কেশ,
উপায় কর নির্দ্দেশ, স্বকার্য্য সাধন।
কালীনামামৃত পানে, কালী ধ্যানে কালীজ্ঞানে,
সদা কালীগুণগানে, কর রে কালযাপন॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ তেতালা।

বিষয়পর্য্যঙ্কোপরি মূঢ় মন আমার।
মিছা মায়ানিদ্রাগত কত রবে আর॥

বাসনা স্বপ্ন দর্শনে, কেন বিমোহিত মনে,
কভু হাস্য কখন রোদন কর অনিবার ॥
যদি না ঘুমালে নয়, যোগনিদ্রা উচিত হয়,
যোগে যাগে কর কালীপাদপদ্ম সার ।
জাননা ত সবিশেষ, ভোগের হইলে শেষ,
মহানিদ্রাগত হলে, জাগিবে না আর ॥

ভজন ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি ।

জয়জয়ন্তি দেবী রুদ্রাণী ব্রহ্মাণী জয় শ্যামা ।
কল্যাণী জীবকলুষবিনাশিনী,
কালবারিণী অনুপমা ॥
কালরূপা কালকামিনী, ভবভামিনী গুণধামা ।
সুরাপানে ঘোর লোহিতলোচনী,
সদাশিব মনোরমা ॥
চরণসরোজে রত্ন নূপুর বাজে,
নাচে বামা অষ্টযামা ।
ভক্তজনগণ বাসনাপূরণ কারণ তারিণী নামা ॥

কি জানে ধ্যান জ্ঞানে সুর নর মুনিবর,
তব মহিমার সীমা।
তুমি আদি তুমি অন্ত অনন্ত মা,
মহেশে কর সিদ্ধকামা॥

রাগিণী বাগেশ্রী-বাহার—তাল জলদ তেতালা।

ওমা দ্রবময়ী গঙ্গে অপাঙ্গে হের নয়নে।
দীনহীনের নিবেদন থাকে যেন তব মনে॥
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, ত্বংহি ভবভয় হরা,
তব বারিরূপ ধরা, তারিতে পাতকিগণে॥
বিষম চরমকালে, কফে কণ্ঠরোধ হোলে,
কেমনে ডাকিব মা বোলে, তখন বদনে।
সেইকালে ক'রে দয়া, কোলে লোয়োগো অভয়া,
প্রকাশিয়ে মাতৃমায়া, কুসন্তান অভাজনে॥
ভজন পূজন বলি, কি শক্তি করি সকলি,
কেবল গঙ্গা গঙ্গা বলি, ডাকি ক্ষণে ক্ষণে।
আছে মহেশের উক্তি, তব পদে যার ভক্তি,
অন্তে তার হয় মুক্তি, তবে কি ভয় শমনে॥

আগমনী।

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদ তেতালা।

শরদশশী দর্শনে, নন্দিনী পড়িল মনে।
কবে সেই পূর্ণ ইন্দু উদিত হবে ভবনে॥
বিনা আমার প্রাণগৌরী, অন্ধকার গিরিপুরী,
যাও গিরি ত্বরা করি, আনিতে সে প্রাণধনে॥
পাগল ভিখারী বরে, কন্যা সম্প্রদান কোরে,
কেমনে এ প্রাণ ধোরে. আছ হৃষ্টমনে।
সম্বৎসর হয় গত, নহ ত সে তত্ত্বে রত,
উমা যে কান্দিছে কত, মা মা মা বলে সঘনে॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল জলদ তেতালা।

ওহে গিরিরাজ আর কি কায এসব বৈভবে।
বিনা গৌরী দৃষ্ট করি যেন শূন্য হেরি ভবে॥
সে আমার নয়ন তারা, সম্বৎসর হোয়ে হারা,
আছি মাত্র অন্ধাকারা, আর কত দুখ সম্ভবে॥
কৈলাশে যাও কোরে ত্বরা, বাসে না বিলম্ব করা,
উমারে আনিতে ধরা, স্তবে কবে ভবে।

জামাতা যে আশুতোষ, কভু না করিবে রোষ,
অবশ্য হবে সন্তোষ, প্রাণ উমায় আসিতে কবে ॥
যতনে প্রিয়বচনে, গজানন ষড়াননে,
কোলে লোয়ে দুই জনে, অগ্রসর হবে।
ব্যাকুলা হোয়ে পার্ব্বতী, আসিবে অতি শীঘ্রগতি
প্রসূতির কি দুর্গতি, সন্ততি জানিবে তবে ॥

শিবভজন।

রাগিণী চেতা-গৌরী—তাল কাওয়ালী।

শিব শঙ্কর বম বম ভোলা।
কৈলাসশেখরপতি, বৃষভবাহনে গতি,
পাগল চঞ্চলমতি, পরে বাঘছালা ॥
ছাই ভস্ম মাখা গায়, শ্মশানে নেচে বেড়ায়,
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, গলে হাড়মালা ॥
বিষপানে ত্রিনয়ন, ঢুলু ঢুলু সর্ব্বক্ষণ,
শিরে জটা ফণিফণ বামে গিরিবালা।
নন্দি ভৃঙ্গি দুই পাশে, কভু রোষে কভু হাসে,
মহেশ মন উল্লাসে, দেখে পঞ্চ ভূতের খেলা ॥

রাগ দেশ-মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

হে শিব শঙ্কর কৃপাকর কৃপা কর হে।
ভবভয় হর হর অমরবর হে॥
আরোহণ বৃষোপর, যেন রজত শেখর,
স্কন্ধে শোভে বিষধর, জটাধর হে॥
আশুতোষ সম্বিদা পানে, মত্ত কালী গুণগানে,
তব মহিমা কে জানে, সুর নর হে।
ববম ববম বাজে গাল, গলে দোলে অস্থিমাল,
সুশোভিত শশি ভাল, ডমরুকর হে॥
অঙ্গে ভস্ম বিভূষণ, সদা শ্মশানে ভ্রমণ,
কটিতে করে শোভন, বাঘাম্বর হে।
নানা রঙ্গি নন্দি ভৃঙ্গি, আছে ভূত প্রেত সঙ্গী,
করে কত মত ভঙ্গি, ভয়ঙ্কর হে॥
বামাঙ্গে বামা পার্ব্বতী, হর হরষিত মতি,
যুগল মিলন অতি, মনোহর হে।
দীন নিরন্তর, মানসে ভাবনা কর,
সর্ব্ব পাপ হর হর, মহেশ্বর হে॥

কৃষ্ণবিষয়ক।

রাগ ইমন কল্যাণ—তাল জলদ তেতালা।

কোএরিয়া বোলেরি পীয়ু কৌন দেশ অনকিবারে
মেরা মন লাগিল ॥
দেষ্টপয়ি তাওতে লালনকি ওনু বিনা রহিল না জান ॥

হের মুরহর কৃপাকর, প্রভু কৃপা কর।
দীনে প্রকাশিয়ে দয়া দয়াময় নাম ধর ॥
চির দিন রিপুবশে, আছি মত্ত ব্যর্থ রসে,
কি হবে শেষ দিবসে, ভাবি কাঁপি থর থর ॥
দেখিতে নরের বেশ, নাহি কিছু পুণ্য লেশ,
কেবল মাত্র পাপাশেষ, সঞ্চয়ে তৎপর।
কি গতি হবে চরমে, ভেবে ব্যথিত মরমে,
তুমি যেন এ অধমে, ভুলো না হে পরাৎপর ॥

রাগ হাম্বির—তাল তিওট।

চামেলি ফুলি চম্পা, গোলাবে গুঁধে লাইয়োরে।
মানেনিঞা হরওয়া নওসাকেগলে হারওয়া ॥
মহম্মদ সিস মতিআনা, কোসেহেরা আচ্ছা বনেরা,
আওর পহনে সুহা সারা ॥

কেমনে হব পার।
দুস্তর প্রখর ভবপারাবার এবার
তাই ভাবি অনিবার ॥
কৃপা করি হরি, দিয়ে রাঙ্গা চরণতরি,
এ অধমে দুর্গমে কর হে নিস্তার ॥
করেছি শ্রবণ, পাপী তাপীগণ,
তারণকারণ তুমি কর্ণধার ॥

রাগিণী ভুপালি—তাল ঢিমা তেতালা।

পায়েলা বাজনি বাজনি মোরিরে পায়েলা।
রণঝণ রণঝণ রণঝণ রণঝণ ঝণকে ঝণকে
ঝণ ণণ ণণ ণ ॥
গগ পধ নিস। সারে গগরে গগরে সা, হাস্নে চতুরঙ্গে
স্থানা তাগে থুঙ্গা তাগে থুঙ্গা তাগেকেটে কেটে তাগে
[illegible] তাগে থুণুং ণুংণুং তানানা তানানা তানা নানা
নানা না ॥

নূপুর বাজিছে প্রাণে বাজিছে ভয়ে মরি রে।
এর রুণু ঝুণু রুণু রবে, পাছে জানে শত্রু সবে,
কি কলে কৌশলে গিয়ে, শ্যাম দরশন করি ॥

না হেরে সে প্রাণধন, সদত অস্থির মন,
যে যাতনায় কাল হরি, যদি বলি যাই জলে,
ননদিনী কত মন্দ বলে ছলে,
ইতে ধুক ধুক ধুক ধুক প্রাণ করে দিবা সর্ব্বরী,
এত ডরি সহচরি ॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল তিওট।

দ্রেদ্রে তানানা তানা দেরে না তানা দেরে না তানানা। আআআ আআআ আআআআ আ দনি ॥ নাদ্রেদ্রে দিম দিম তানানা নানা তানা দেরে না তান্না দেরে না তাদানি সাসা গম পপপ মম ধধ পপ নিধপ সা মিধ পপ রেরেগম পগগ রেরে সাসা ॥

মনে তাই ভাবি কিবা দিবা রজনী,
ওলো সজনি।
এমনি শ্যাম শঠের শিরোমণি ॥
আসি বলে কেন এখন এলো না,
আর সহে না নানা যাতনা ;
কি করি জ্বালায় জ্বলে মরি,
রোদনে কাল হরি ;
পাসরি সব গৃহকায, লোকলাজ,
আপনায় নহি আপনি ॥

গৌড়-সারঙ্গ—তাল জলদ তেতালা।

এরি অঞ্জন বিনা কাজরারে।

গোরি তেরি নয়ন সলোনে মদভরে পিয়াকে প্যারে ॥

চঞ্চল চপল চপলাসী চমকত খঞ্জন মীন মৃগ ওয়ারে ওয়ারে ডারি ॥

কি লাগিয়ে কার প্রিয়ে হোয়ে বিষাদিনী।

অধোমুখে মনোদুখে বীণাবাদ্যবিনোদিনী ॥

আসি দ্বার সন্নিধান, রাধা নাম করে গান,

হেরে হেন হয় জ্ঞান, যেন নবীন বিরহিণী ॥

আমরি কিরূপ শশী, ভূতলে পড়েছে খসি,

নাশিল চিত্তের মসি, এই কুলকামিনী।

রমণী রমণী মন, কটাক্ষে করে হরণ,

বুঝি রমণীরঞ্জন, সেজেছে গো বিদেশিনী ॥

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল জলদ তেতালা।

এই কি করুণা তোমার করুণানিধান।

মায়ামদে জীবপদে রেখেছ করি অজ্ঞান ॥

তারিতে পতিতগণ, নাম পতিতপাবন,

তবে ভবে পাপীজন, কেন নাহি পাবে ত্রাণ ॥

যদি বল কর্ম্মফলে, ভাল মন্দ ফল ফলে,
তা ত তব কৃপাবলে, ফলের সোপান।
পাপ পুণ্য সমুচয়, তোমার মায়ায় হয়,
তুমি প্রভু সর্ব্বময়, দীনে কর দয়া দান॥
কি আশে এ ক্ষিতিবাসে, বদ্ধ রাখ মায়াপাশে,
মুক্ত কর নিজ দাসে, রাখি ভক্ত মান।
হরিনামামৃত পানে, হরি ধ্যানে হরি জ্ঞানে,
কাল হরি সর্ব্ব স্থানে, করি হরি গুণগান॥

রাগিণী সুরট-মল্লার—তাল ঢিমা তেতালা যমক।

ওরে মন! কর মুরহর পদ ভাবনা।
হবে না রবে না ভবভাবনা॥
ধরিয়ে নরের বেশ, বিষয়বাসনা বেশ,
অকর্ম্মে মনোনিবেশ, মানব স্বভাব না॥
স্বভাব স্বভাবে টানে, অভাব অভাবে জানে,
দৃষ্ট হলে ভাব পানে, ভাবনা অভাবনা॥
ব্যর্থ ভাব ভাবি ভাবি, হয়ে অসদ্ভাবভাবী,
না ভাব ভাবনা ভাবি ভাব্য দুর্ভাবনা।
চৈতন্য হলে অভাব, মিলিবে স্বভাবে স্বভাব,
এখন শ্রীপদ ভাব, হবে শিব সম্ভাবনা॥

রাগ গৌড়-মল্লার—তাল জলদ তেতালা।

বল কি করি মরি বিনে সে শ্রীহরি,
কিসে ধৈর্য্য ধরি প্রাণে।
বরষা ঋতুর ধার, যেন বরষার ধার,
পশিছে হৃদে আমার,
জেনেও কি সে নাহি জানে॥
ঘন ঘন ডাকে ঘন, বহে পুর্ব্বসমীরণ,
ইথে অবলার মন, কেমনে প্রবোধ মানে।
শুকম্ মণ্ডূকী সবে, করে রব নানা রবে,
অবলা আর কত সবে, চেয়ে আশাপথ পানে॥

রাগিণী সিন্ধু-দেষ-মল্লার—তাল জৎ।

চল চল চল বৃন্দে সই বিপিনে,
শ্যামের বাঁশি ঐ বাজে বাজে প্রাণে বাজে।
শুনে মোহন বাঁশরি, বল কিসে ধৈর্য্য ধরি,
না হেরিলে প্রাণে মরি,
ত্যজ্য করি গৃহকাযে কাযে কাযে॥
যতনেরি গাথা হার, দিব সই গলায় তার,
ব্যাকুল মন আমার,
এখন আর সাজে কি বিলম্ব সাজে॥

বল করি কি উপায়, অদর্শনে প্রাণ যায়,
আর গুরুগঞ্জনায়,
যদি তায় মরি লাজে মরিব লাজে ॥

রাগিণী সুরট-মহ্লার—তাল জলদ তেতালা।

গগনে হেরি নিরদে খেদে ব্রজাঙ্গনা কহে।
বিনা শ্যাম নবঘন দুখানলে প্রাণ দহে ॥
বল সখি কি কারণ, এলো না সে শ্যামধন,
অস্থির হইল মন, তার দর্শনবিরহে ॥
শুনিয়ে শ্রীমতি কয়, মর্ম্ম হৃদাকাশময়,
হোয়েছে সে মেঘোদয়, অপ্রকাশ নহে।
নহিলে কি এমন ধারা, দুনয়নে নিরাধারা,
প্রাণকৃষ্ণ প্রেমধারা, ঝর ঝর ঝর বহে ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

সখি একি হলো গো আমার।
তাহার বিরহে, বুঝি বা নার হে,
এ দেহে জীবন আর ॥

যে হতে শ্রীহরি, ব্রজ পরিহরি,
শুভ যাত্রা করিয়াছে মথুরার।
বিচ্ছেদঅনলে, সদা প্রাণ জ্বলে,
আপনার মন নহে আপনার॥
ননদিনী ধনী, যেন কালফণী,
বিষ সম ধ্বনি, বড় জ্বালা তার।
দিবা বিভাবরী, গুমুরিয়া মরি,
বল না কি করি, উপায় ইহার॥
শয়নে স্বপনে, সুখ নাহি মনে,
কেবল রোদন করেছি সার॥
যার প্রেমে রত, হোয়ে মান হত,
সদত সঞ্জীত নানা গঞ্জনার।
এখন সে জন, করিল গমন,
যথায় আপন আশার সার॥
দুখসিন্ধুনীরে, ফেলে অধিনীরে,
আইল না ফিরে, এ কি ব্যবহার॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

হোয়ে আকুল গেল দুকুল শ্যামের লাগিয়ে।
বরণ হইল কালি ভাবিয়ে ভাবিয়ে॥

মনেতে ভেবেছি সার, কুলে কিবা কায আর,
পরিব কলঙ্কহার, যতনে গাঁথিয়ে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

কালার বাঁশির রবে, কে রবে গোকুলে।
ব্যাকুল হইল চিত কি কায আর গো কুলে ॥
কৃপা করি নিরোদয়, যদি সানুকূল হয়।
তবে কি আর আছে ভয়, প্রতিবাসী প্রতিকুলে ॥
বল করি কি উপায়, অদর্শনে প্রাণ যায়,
অনুপায় পায় পায়, কুল কি পাব অকুলে ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

কি ক্ষণে হেরেছি কালা ভোলা নাহি যায় গো।
অবিরত মম চিত তার গুণ গায় গো ॥
দাঁড়ায়ে কদম্বতলে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ছলে।
বনমালা দোলে গলে, মুরলি বাজায় গো ॥
গৃহকাযে কিবা কায, লোকলাজে নাহি লাজ,
কৃপা করি ব্রজরাজ, যদি রাখে পায় গো ॥

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল জলদ তেতালা।

সাধে বাসি ভাল, কালাচাঁদ নিরমল।
কাল রূপে কোরে আলো হরে অন্তরের কাল ॥
যত চকোরিণীগণে, সে চাঁদের সুধা পানে,
আছি পরিতৃপ্ত প্রাণে, বেঁচে চিরকাল ॥
দিবসে নেত্রোন্মীলনে, নিশি শয়নে স্বপনে,
সদা কালা জাগে মনে, কি সকাল কি বিকাল ॥

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল একতালা।

ছি ছি ছুঁয়ো না ত্রিভঙ্গ।
হেরে তোমায় হরি, জ্বালায় জ্বলে মরি,
জর জর হোলো অঙ্গ ॥
শুনেছিলাম শ্যাম সুজন সরল,
ব্যবহারে প্রচার হইল সকল,
মুখে মধুরতা অন্তরে গরল,
[illegible] নয় কালভুজঙ্গ ॥
যে হয় অবলা কুলের ললনা,
কেমনে বুঝিবে শঠের ছলনা,
কি দোষের দোষী হয়েছি বল না,
তাই ভেবে বৈরঙ্গ।

অধিনীরে ছলে করি প্রতারণ,
কোথা কোরে গত যামিনী যাপন,
তুষিলে হে কোন রমণীর মন,
কে বুঝিবে তব রঙ্গ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্ত (পঞ্চম)।

সাধে কি শ্রীমতী রাধে কাঁদে নিশী দিন।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে খেদে দিন দিন দীন ॥
যেন দ্বিতীয়ার শশী, ভূতলে পড়েছে খসি,
তেমতি বিচ্ছেদঅসি, আঘাতে সে ক্ষীণ ॥
হোয়ে প্রাণকৃষ্ণ হারা, দুনয়নে বহে ধারা,
যেন দেহ শবাকারা, বদন মলিন ॥
পেয়ে অতি মর্ম্মে ব্যথা, ডাকিলে না কয় কথা,
ব্যাকুলিত চিত্ত যথা, বারি হীন মীন ॥
রাজা হয়ে বুদ্ধি হত, অকর্ম্মে হয়েছে রত,
বুঝিলাম শ্যাম যত, প্রেমিক প্রবীণ।
হাসি পায় দুঃখ ধরে, যে কুব্জা দাসীত্ব করে,
সেই হোলো অতঃপরে, রাধার সতীন ॥
প্রেমিক বলে মিছা খেদ, প্রণয়ে আছে বিচ্ছেদ,
তার কাছে নাহি ভেদ, যে হয় ভক্তাধীন।

(৬)

শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে, যথায় যে ডাকে তারে,
তৎক্ষণাৎ তারে তারে, রাখে না ভক্তের ঋণ্॥

রাগিণী চেতা-গৌরী—তাল ঠুংরি।

ভ্রাতাভেয়ে জঙ্গলকে বাসী।
যাকো নাম জপত নিশী বাসর সুর নর মুনি কৈলাশী।
ধৃক জীবন এ রথা হামাবো, তেই জননী কুল নাশী॥

ভজন।

হও মূঢ় মন নিত্যধন অভিলাষী।
কত আর ভ্রমিবে ভবে ভ্রমার্ণবে ভাসি॥
ব্যর্থ ধনে বাসি ভাল, না হেরিলে জ্ঞানআলো,
গেল বাল্য যুবা কাল, স্বধর্ম্ম প্রকাশি।
সদা আছ মায়াজালে, কি আছে তব কপালে,
শেষ কালে বুঝি গলে, দিবে কালফাঁসী॥
না হলে চিত্ত নির্ম্মল, সকল হয় বিফল,
হরিদ্বারাদি কঙ্খল, তীর্থ গয়া কাশী।
আছে শান্তি গঙ্গাজল, কর ধৌত অন্তর্মল,
ধৈর্য্যঅস্ত্রে রিপুদল, অবশ্য হবে বিনাশী॥

ধৃত্যাদি মনঃসংযম, ক্রমে কর উপক্রম,
ঘুচিবে অনিত্য ভ্রম, বিঘ্ন রাশি রাশি।
ভাব দিবা বিভাবরী, নিত্যানন্দ ময় হরি,
কৃপাকর কৃপা করি, হইবেন অন্তর বাসী ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল জলদ তেতালা।

আজি কালি পরশ্বো বা কিছু দিনান্তর।
অবশ্যই যেতে হবে শমনের ঘর ॥
সেথা জিজ্ঞাসিবে সবে, কি কায করেছ ভবে,
বল দেখি মন তবে, কি দিবে উত্তর ॥
লোয়ে সব দারা সুত, হোয়ে মায়া বশীভূত,
করিছ ব্যাভার অদ্ভুত, ভাবি আত্ম্য পর।
এ সব মনের ভান, কিসে পাবে পরিত্রাণ,
না করিলে দয়া দান, সেই পরাৎপর ॥
কেন বা অনিত্য ধনে, যত্ন কর প্রাণপণে,
সদা স্বকার্য্য সাধনে, হও রে তৎপর।
অভিমান পরিহরি, মানস পবিত্র করি,
মুখে বল হরি হরি, ভাব হরি নিরন্তর ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরী।

বাজে বংশী কিবা সুমধু স্বরে।
ইথে কি অবলা পারে রহিতে ঘরে ॥
কে বাজায় এই বাঁশী, মন চায় দেখে আসি,
বিনা মূলে হইব দাসী ; ব্যাকুল হইল চিত,
কুলভয়ে কি করে ॥
পুরাতে মনোবাসনা, করিব তার উপাসনা।
হয় হবে দেশে কুঘোষণা ; কলঙ্কপসরা শিরে,
ধরিব সই তার তরে ॥
প্রেমিক বলে কুল শীলে, জলাঞ্জলি নাহি দিলে।
প্রেম কি সহজে মিলে, সুখ মোক্ষ লাভ হবে,
সেবিলে সে বংশীধরে ॥

রাগিণী লুম-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

প্রেমফাঁসী কালার বাঁশী ঐ বাজে বনে।
রমণীপ্রাণহরিণী বধ কারণে ॥
এ মোহন বাঁশির রবে, কে আর গৃহেতে রবে।
প্রবোধবাসা ত্যজে সবে, শুনি শ্রবণে ॥

রাগিণী ঝুম-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কেমনে যাব গো সখি, যমুনা জলে।
গেলে কালা কলঙ্কিনী, সকলে বলে॥
কাল বরণ বাঁকা নয়ন,
তা দেখে কি ভুলে গো মন,
কেন এমন অঘট ঘটন,
ঘটায় মিছে কথার ছন্দে॥

রাগিণী ঝুম-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

হামসে ছল বল কর সেঁইয়া, সৌতনি ঘরে
গেয়ে রহে রে।
ভোর হোকে আয়ে সেঁইয়া, হামসে বিন বাতনে,
মিঠি মিঠি বতিঞা করকে রোহন রহে রহে রে॥

যায় যাবে যাউক ডুবে কুলতরী,
সহচরি কালার প্রেমার্ণবে রে।
শুনে হাসি প্রতিবাসী,
কত কথা কবে রে॥
পেটে খেলে অবহেলে, পিঠে সব সবে রে॥
গুরুজনার গঞ্জনা, তায় কেবা দবে রে।
বিনা যত্ন বল কিসে, রত্ন লাভ হবে রে॥

যদি করে মন্দ ব্যভার, কে আর ঘরে রবে রে।
তার শ্রীচরণ করিলে স্মরণ, কি ভয় আর ভবেরে ॥

রাগিণী আলাইয়া-খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

সাহ্জাদে আলম তেরে লিয়ে।
জঙ্গল সহর বিয়া বান ফিরে ॥

ব্রজাঙ্গনাগণের মনোরথ।

আমরা যাব গো সবে করিতে শ্যাম দরশন
হেরে সে ধন হবে মনোবাঞ্ছা পূরণ ॥
সে যে রাজা হয়েছে মথুরাধামে,
কুব্জা দাসী রাণী বসেছে তার বামে,
দেখি দেখে, মান রেখে, যদি করে সম্ভাষণ,
ব্রজের, দুঃখের, কথা বলিব তখন ॥
কেন্দে অন্ধ, বুড়ো নন্দ, নন্দরাণী,
রাধা আছে, কি না আছে, অনুমানি।
শুনিয়ে কেশব, সব দুঃখ বিবরণ,
দেখি করে কি না করে প্রত্যাগমন ॥
যদি প্রিয়ভাবে, না আসে, বংশীধারী,
তবে করিব তখন সবে আইনজারি।

রীতিমত, দাসখত, লেখা দেখায়ে শমন,
সেই জোরে মনচোরে করিব বন্ধন ॥
সব সখী মেলি ধরে আনিব তারে,
বাধা দিয়ে কেবা রাখ্‌তে পারে।
এমন পলাতক খাতকেরে শাসন কারণ,
রাইরাজ দরবারে করিব অর্পণ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

সর সর সর নিষ্ঠুর নাগর,
কেন মিছে আর জ্বলাতন কর।
তুমি নটবর, যত গুণাকর,
প্রকাশিল সব কাযে ॥
ছলে কলে হরে অবলার মন,
প্রচারিলে ভাল ব্যভার আপন।
কোরে অযতন প্রবোধ বচন,
বাজ সম প্রাণে বাজে ॥
যে জন মানে না ধর্ম্মাধর্ম্ম,
কিসে সে জানিবে প্রণয়মর্ম্ম।
স্বভাব বিশেষে প্রকাশে নর্ম্ম,
যার কর্ম্ম তার সাজে।

অধিনীরে নানা প্রতারণা করি,
বল কোথা সুখে বঞ্চিলে শর্ব্বরী ।
তব পায়ে ধরি ছুঁয়ো না শ্রীহরি,
ছিছি মরি মরি লাজে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী ।

ভুল্‌তে নারি সহচরি সে কালাচাঁদে ।
যার অদর্শনে সদা এ প্রাণ কাঁদে ॥
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ, কি গুণ করিলে ত্রিভঙ্গ
আমার মনোবিহঙ্গ, পড়েছে তার প্রেমফাঁদে ॥

রাগিণী পিলু—মোলতানী—তাল কাওয়ালী ।

অটলাতে গুজরিঞারে মদসোঁ ভরি ।
মেয় জমুনা জল [illegible] গাতি রহি ॥
ভিজ গেই মোরি সোরঙ্গ চুন্দরিঞারে ।
সওদা হোত করলে প্যারে,
চাব দেনেন কি লাগি বাজারিঞারে ॥

প্রাণ মজিল সখি রে,
বাঁকা শ্যামের পীরিতে।
যে শুনেছে বাঁশির গান, হারায়েছে কুল মান,
যমুনা বহে উজান, বাঁশী শুনিতে॥
মনে করি ভুলে থাকি, থাকা নাহি যায় সখি,
যে দিগে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিতে॥
যে হতে হেরেছি তারে, প্রাণ কেমন করে,
সদা বাসনা অন্তরে, হৃদে রাখিতে॥

রাগিণী পিলু—মোলতানী—তাল কাওয়ালী।

প্রাণ দহিল সখি রে।
শ্যামের বিরহানলে॥
বাজাইয়ে মোহন বাঁশী, মন করিয়ে উদাসী,
দিয়েছে প্রেমের ফাঁসী, এ দাসী গলে॥
এখন সে কালা আমার, শিরে দিয়ে দুখভার।
বিরাজ করিছে কার, হৃদিকমলে॥
না পূরিল মনস্কাম, শ্যাম যে হইল বাম,
কালাকলঙ্কিনী নাম, সকলে বলে॥

রাগিণী পিলু—তাল কাওয়ালী।

ছেয়ঁমা গারিলা দেরে সোনেঙ্গে সারে লোগাভা।
কেতে সমঝাও সমঝাত নাহিরে,
সাস নন ঘরে দে গাবি ॥

গেল বেলা তায় একেলা,
কেন এসেছিলাম জলে।
বুঝি কলঙ্কের মালা,
পরিতে হোলো সোই গলে ॥
হেরিয়ে হয়েছি ভীত, পথে কালা উপনীত।
হিতে হবে বিপরীত, অভাগিনীর ভাগ্যফলে ॥
এ কথা শুনিলে পরে, গঞ্জনা সোই ঘরে পরে,
জ্বলিতে হবে অতঃপরে, ননদিনীর বাক্যানলে ॥

রাগিণী পিলু—তাল কাওয়ালী।

যাব না আর ফিরে ঘরে,
বাঁশীস্বরে ভুলেছে মন।
নয়ন পলকহীন, কোরে শ্যাম দরশন ॥
যদি সোই ভাগ্যফলে, যত্নবলে রত্ন মিলে।
সুবর্ণ ফেলে অঞ্চলে, গিরে দেয় কে কখন ॥

ভ্রমেও আমি কোনক্রমে, রহিতে নারি গৃহাশ্রমে,
আজি হতে কৃষ্ণপ্রেমে, করেছি প্রাণ সমর্পণ ॥

রাগিণী বারওাঁ—তাল ঠুংরি।

বাঁশী কুল নাশিল আমার।
হাসিল গোকুলবাসী গৃহে থাকা ভার ॥
রাধা রাধা বোলে বাজে, লোকমাঝে মরি লাজে,
তায় গঞ্জনা প্রাণে বাজে, দুখ অনিবার ॥
আর আছে কত ধনি, তারা ত গোকুলবাসীনি,
মম নামে কোরে ধ্বনি, কি ফল তাহার ॥
কি ক্ষতি করেছি তার, তাই করে হেন ব্যবহার,
হোয়ে সুধার আধার, একি অবিচার ॥

রাগিণী বারওাঁ—তাল ঠুংরি।

কালি কালী দিব সোই কুলে।
কালার বাঁশীর স্বরে গেছে মন ভুলে ॥
এ রবে কে গৃহে রবে, নিরবে যাতনা সবে,
কলঙ্কের ধ্বজা সবে, দেয় দিবে তুলে ॥

প্রাণে নাহি ধৈর্য্য ধরে, সদা ব্যাকুল অন্তরে,
না হয় সখি অতঃপরে, হাসিবে গোকুলে ॥
ননদিনী মরে রিশে, সদা জ্বারে বাক্যবিষে,
দুখে হারায়েছি দিশে, পোড়ে অকুলে ॥

বাধাই।

রাগিণী রামকেলি—তাল জলদ তেতালা।

আজি মধুর বৃন্দাবনে, আনন্দের সীমা নাই।
জন্মিয়াছে নন্দালয়ে, নন্দনন্দন কানাই ॥
রাণী পুলকিত মনে, কোলে লোয়ে কৃষ্ণধনে,
চেয়ে সে চাঁদবদনে, বলে জীবন জুড়াই ॥
গোকুলবাসিরা সব, করে মহামহোৎসব,
হয় তুরী ভেরী রব, টিকাবা সানাই।
গায়ক বাদকগণে, নানা যন্ত্র সংমিলনে,
কৃষ্ণপ্রেমানন্দমনে, গায় সকলে বাধাই ॥
করিতে ভক্তের ইষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ হোয়ে ভূমিষ্ঠ,
নাশিল সকল রিষ্ট, মনে ভাবি তাই।
শ্রীনন্দ যশোদা রাণী, পুণ্য কোরেছে এমনি,
তাই পেয়েছে নীলমণি, যার তুলনা না পাই ॥

রাগ মোলতান—তাল জলদতেতালা।

মম মনোরথে জগন্নাথ, কর অধিষ্ঠান।
তবে পুনর্জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা হতে পাই ত্রাণ॥
দশ চক্র ছয় হয়, আছে ইন্দ্রিয় রিপুচয়,
যদি তব কৃপা হয়, চলিবে বায়ু সমান॥
দয়া শান্তি শ্রদ্ধা ক্ষমা, ধ্বজাবলী মনোরমা,
তারা শ্বেত পীতোপমা, উড়িবে হোয়ে নিশান।
তুমি যে রথের রথী, বিবেক হবে সারথি,
লয়ে যাবে শীঘ্রগতি, দিলে অনুমতি দান॥
শম দম আদি সবে, রথের পার্শ্বেতে রবে,
তারা সকলেতে হবে, পুত্তলী সমান।
ধর্ম্ম বাজাইবে ঢোল, হইবে ভক্তির রোল,
মুখে হরি হরি বোল, পড়িবে প্রেমরজ্জুতে টান॥

রাগিণী সাওন—তাল একতালা।

সাওন মন ভাওন রে সজনী সখী সাওন ভাওনকে,
সুধালে বিরহকে বোলে কোএলিয়া কো।
এরি এরি বৃন্দাবনমে মউরা বোলে,
দাদর করে ঝুরা বোল বোল পীয়ু পীয়॥

(মম) মানসঝুলনে ত্রিভঙ্গিম করি,
ঝুল হে শ্রীহরি বামে লোয়ে
রাধা রাই কিশোরি ॥
শ্রদ্ধাগারে প্রেমডোরে,
অভিনব রং কোরে হৃদিমাঝে,
রেখেছি বিচিত্র দোলা কুসুমসজ্জা করি ॥
দরশন দেও এখন ওহে শ্রীমধুসূদন,
এই নিবেদন তবে জ্ঞাননেত্রে হেরি,
দিবা বিভাবরী ॥

রাগিণী ললিত,—তাল জলদ তেতালা।

আজি নিশীর স্বপনে কি শোভা হেরি নয়নে।
যেন আসি কালশশী উদিত হৃদিগগনে ॥
সুধার ক্ষুধায় কত, চকোরিণী শত শত,
চন্দ্রমণ্ডলের মত, ঘেরিয়াছে তারাগণে ॥
মধ্যে মধ্যে অনুমানি, হতেছে বংশীর ধ্বনি,
সুমধুর রব অমনি, শুনি শ্রবণে।
পরিতৃপ্ত নেত্র শ্রুতি, সুখে সদানন্দ মতি,
প্রাপ্ত পরমার্থ প্রীতি, সম্প্রতি হইল মনে ॥

কালতে নাশিল কাল, অন্তর হইল আলো,
মুক্ত ইহ পরকাল, কি ভয় শমনে।
হৃদি রাসমঞ্চ যার, যুগল রূপের আধার,
মুক্তি দাসী হয় তার, প্রেমানন্দ প্রতিক্ষণে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

আঁখিয়া মোরি মসক গেই রাত।
এ আঁখিয়া মে লাল লাগি হেয়,
ছোঁয়ে লাগি তেরি হাত॥

রামভজন।

জপ মন, সর্ব্বক্ষণ, সীতাপতি রাম।
কিবা দিবা বিভাবরী, না কর বিশ্রাম॥
বাল্য যুবা কাল দ্বয়, বৃথায় হইল ক্ষয়,
আর ত উচিত নয়, ভুলা তাঁর নাম॥
ক্রমে অস্ত দন্তপাঁতি, বিগত নয়নজ্যোতি,
আকৃতি হোলো বিকৃতি, শুভ্র কেশ শ্যাম।
মত্ত হোয়ে মায়াসবে, কত আর মুগ্ধ রবে,
সত্বরে ত্যজিতে হবে, এই ভব গ্রাম॥

রাগিণী সিন্ধুরা—তাল ধামার।

আয়া ফাগন মাসরি সজনি খেলোঙ্গি ফাগ
বানায়ে বানায়ে।
কেসর কি পেচক্যারি, বক্সৌঙ্গি আবীর,
গোলাল উড়ায়ে উড়ায়ে॥

কৃষ্ণবিষয়ক হোরি।

আইল ফাগুণ মাস, লো সজনি
খেলিব ফাগ নানা রঙ্গে॥
আমরা সব ব্রজনারী, রঙ্গে ভরি পীচকারি,
মনোসাধে যত পারি, দিব শ্যামঅঙ্গে॥
গৃহে সব গুরুজনা, দেয় পাছে গঞ্জনা,
সদা ভেবে সে ভাবনা, কাঁপে প্রাণ আতঙ্গে।
চল চল সখী চল, বুঝাব, করি কৌশল,
কেবল যমুনাজল, আনিবার প্রসঙ্গে॥

রাগিণী সিন্ধুরা—তাল ধামার।

নঙ্গর মধমাতি ভোরে হো ফাগনমে।
আবির গোলালে উড়ায়ে॥
গালি গায়ে গালি ভাবি দে চলিয়ে, লঙ্গলচকায়ে॥

নাগর আর কেন মার কুমকুম,
তুমি হে পাষাণ সম,
দেখ দেখি ছিঁড়িল কাঁচলি।
যাও হে নিষ্ঠুর হরি, জাননা খেলিতে হোরি,
ক্ষমা দেও মিনতি করি, বাজে তাইতে বলি॥
দু নয়নে দিয়ে ফাগ, প্রকাশিছ অনুরাগ,
কেড়ে লব তব পাগ, মিলিয়ে সকলি।
আবির চন্দন চুয়া, তবাঙ্গে দিব বঁধুয়া,
সাজায়ে হরি ভেড়ুয়া; ফিরাব হে গলি গলি॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ।

মম মানসমঞ্চেতে, খেল হরি বংশিধারী।
বামে লোয়ে রাই কিশোরী,
আর সব ব্রজনারী॥
আছে মাত্র শ্রদ্ধানীর, মিসায়ে ভক্তি আবির,
শান্তি অগোরচন্দনে, দিব তোমায় পীচকারি॥
ক্ষমা কুমকুম প্রসঙ্গে, অর্পণ করিব অঙ্গে,
আর দিব তার সঙ্গে, যা তোমায় দিতে পারি।
নয়ন মুদিয়ে খেলা, নির্জনে হেরিব একেলা,
হইবে ভবের ভেলা, কৃতান্তের আর কি ধারধারি॥

কাফি—সিন্ধু—তাল জৎ।

ফাগন্ কে দেন চার,
এ সখীরি আপন বালমকো মাঙ্গেমা দেরে॥
হিরাভি দেওঙ্গি, মোতিভি দেওঙ্গি,
লাল দেওঙ্গি থালি ভরকে।
যো কুছু মাঙ্গে, সোই কুছু দেওঙ্গি।
কাস্ত দিয়া মেহি যায়॥

ফাগুনে মনে অনুরাগ, খেলিতে ফাগ,
শ্যাম সনে মধুবনে চল চল সখি চল।
ব্যস্ত হোয়ে গৃহকাযে, আর কি বিফল সাজে,
লোকলাজে কি ফল আর বল।
আবির চুয়া চন্দন, কর সবে আয়োজন,
সাজাব কোরে যতন, শ্যামচাঁদ নিরমল॥
ভাগ্যে যা হবার হবে, কত লোকে কত কবে,
না হয় ঘরে নাহি লবে, তুচ্ছ সে সকল,
সত দুঃখ ঘরে পরে, সে সব যাবে অন্তরে,
নয়নে হেরিলে পরে, তার বদনকমল॥

রাগিণী কাফি-সিন্ধু—তাল জৎ।

মেয় তো বেচেনে যাতে দহিরি॥
আচরা মোর। ছোড়ো কান্হাইয়া॥
যো তু কহেঁদা দহিকো ভুকে, তড়পত লাওঅত দৌনা,
না দহি লেওঙ্গি, না বেচেনে দেওঙ্গি,
এয়সে টিট কান্হাইয়া॥

ছাড় অঞ্চল, চঞ্চল শ্যাম,
ওহে গুণ ধাম, দধি বেচিবারে যাই।
পথমাঝে মরি লাজে, এ কি ত্রিভঙ্গ কানাই॥
তুমি হে নিষ্ঠুর হরি, ক্ষমা দেও মিনতি করি,
তব পায়ে ধরি, তবু দয়া নাই।
শিরের পসরা টলে, পাছে পড়ে ভূমিতলে,
গঞ্জনা দিবে সকলে, সেই বড় ভয় পাই॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল জৎ।

কেশব এ সব তব নব ব্যবহার।
জাননা খেলিতে হোরি, কেবল চাতুরী সার॥
আবির দিয়ে দুচক্ষে, কুম কুম মারিছ বক্ষে,
এই বেনে ধর্ম্ম রক্ষে, সমিক্ষে নহে কাহার॥

দূরে হতে পীচকারি, দিতেছ যে বংশীধারী,
আমরা অবলা নারী, সহিতে নারি আর।
কাছে এসো ব্রজরাজ, বাজি রেখে খেল আজ,
হারিলে রমণীসাজ, সাজিতে হবে তোমার॥
সব নারী মিলিত হোয়ে, হারাব হে হোরি গেয়ে,
শেষে যেন লজ্জা পেয়ে, কোরো না প্রহার।
প্রেমিক বলে খেলার তরে, কেন এত যত্ন করে,
আছে কিছু ভাব ভিতরে, সত্বরে হবে প্রচার॥

রাগিণী সিন্ধু দেশ—তাল জৎ।

হোরি খেলেনে আঁহিরে সব ব্রজ কি সখীজন,
সব বন বন ঠন ঠন॥

অপরূপ রূপ চমৎকার,
দেখে আর তোমায় চেনা ভার,
একি হেরি গুণমণি।
চন্দন চুয়ার সঙ্গে, মাথায়ে আবির অঙ্গে,
ভেসে তব প্রেমতরঙ্গে,
নানা রঙ্গে সাজালে বল কোন্ ধনী॥
সারানিশী হরি খেলে, প্রভাতে মন রাখতে এলে,
কেন না চাও আঁখি মেলে, লজ্জা পেলে,
মুখে নাহি সরে ধ্বনি॥

যেমন কেতকিবাসে, মত্ত অলি মধুআশে,
শেষে তার সহ বাসে, দুখে ভাসে,
প্রকাশে আভাষ তেমনি ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জৎ।

না খেলোঁ তোরে সঙ্গ হোরি মেয় শ্যাম,
নহিঁ আঙ্গিয়া মোরি ভিজি সারি ॥
ঢিট লঙ্গরোআ বরজ নেহি মানে,
ভর ভর মারে পেচকারী ॥

আর ত খেলিব না হোরি, হরি তব সঙ্গে।
ভিজালে পীচকারী জলে, রঙ্গালে হে রঙ্গে
বল দেখি কি কারণে, ভাবিলে না নিজ মনে,
ভাসিবে গোপিনীগণে, কলঙ্কতরঙ্গে ॥
শুন শ্যাম নিরদয়, আছে গুরুজন ভয়,
এমনি কি দিতে হয়, আবীর সর্ব্বাঙ্গে।
দেখে আমাদের আকার, সন্দেহ না হবে কার,
গৃহে যাওয়া হোলো ভার, মরি সেই আতঙ্কে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াখেমটা।

কে সাজালে বিদেশিনী সাজ।
তাই সুধাই তোমায় রসরাজ ॥
তোমার বেশ এমনি গুণমণি,
কুলকামিনী পায় দেখে লাজ ॥
ত্যজে মোহন বাঁশরী, বিনাযন্ত্রে গান করি, গো
বিরূপ রূপমাধুরি ;
নয়নভঙ্গিতে গিয়েছে চেনা,
রাধানামে তোমার কিবা কায ॥
একবার বাজায়ে বাঁশী, গোপীকুল কুলনাশী, গো
সবে করেছ দাসী ;
আবার প্রাণ বধিবার তরে,
কল করেছ কি ব্রজরাজ ॥

আদিরসের টপ্পা ঠুংরিগজল ইত্যাদি।

রাগিণী বাহার—তাল জৎ।

তু কওরে ভমরওয়া পীয়াকে বাত।
মোরি পীয়াকে বাত, জিয়াকে সাত ॥
আইলি বসন্ত সব ফুলি ফুলে, মোরা পীয়াবেনে,
এ যৌবন গ্রুছই যাত ॥

আইল ঋতু বসন্তবাহার।
হলো সদা উচাটন মন ধৈর্য্য ধরা ভার॥
বনে ফুটিল নানা ফুল, মল্লিকা জুঁতি বকুল,
মধূন্মত্ত অলিকুল, করিছে ঝঙ্কার॥
মন্দ মলয়ামরুত, বহিতেছে অবিরত,
কোকিল কুহরে পঞ্চস্বরে বারবার।
এমন সুখের সময়ে বিধি, না মিলালে গুণনিধি,
সে বিনা প্রেমজলধি, কে করিবে পার॥

রাগিণী খাহার—তাল জলদতেতালা।

এ সুখ বসন্তে প্রাণকান্ত আছে দেশান্তরে।
বিরহিণী একাকিনী কেমনে রহিব ঘরে॥
প্রফুল্ল কমলোপরে, ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জরে,
পঞ্চস্বরে পিকবরে, বধে প্রাণ কুহুস্বরে॥
মন্দ মলয়াপবন, বহিতেছে ঘন ঘন,
মন হৈল উচাটন, বল কিসে ধৈর্য্য ধরে।
সে যে পাষাণ সমান, না করিলে পরিত্রাণ,
নিদারুণ মদনবাণ, কত সহিব অন্তরে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ তেতালা।

কি দোষে হোয়ে মানিনী,
ভাসালে মানতরঙ্গে।
সানুকূল, কুল বিনে ব্যাকুল, প্রাণ আতঙ্গে।
অনুগতে বিড়ম্বন, বল কিসের কারণ,
যার বিষাদিত মন, ক্ষণ ভ্রূভঙ্গে॥
তব প্রেমসুধা পানে, সদত আনন্দমনে,
কায়া ছায়া সমানে, যে মিলিত আসঙ্গে।
তার প্রতি অভিমান, কখন নহে বিধান,
কর প্রিয়ে পরিত্রাণ, হেরি কৃপাঅপাঙ্গে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ তেতালা।

প্রেমসাগর পারে যেতে কোরেছ মনন।
জাননা তাতে কলঙ্ক তরঙ্গ কেমন॥
ভাসায়ে যৌবন তরণী, যদি যাও ওলো ধনি,
বিচ্ছেদ পাকনায় অমনি, হইবে নিধন॥
সুরসিক কর্ণধার, বিনা সহায়তা তার,
সে পাড়ি জমান ভার, জানে সর্ব্বজন।
মনউল্লাস হিল্লোলে, মিলনের পালি তুলে,
যাও দোঁহে তরি খুলে, হবে স্বকার্য্য সাধন॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল জলদ তেতালা।

করেছিলাম আশালতা, প্রেমবনে রোপণ।
মুহুর্মুহু নেত্রবারি, করিয়া সেচন ॥
ক্রমে পত্র কুসুমিতা, লতিকা হলো শোভিতা,
মম চিত পুলকিতা, হইল তখন ॥
মনে জানি শীঘ্রগতি, সে হইবে ফলবতী,
করিলে তার সম্প্রতি, সমূলোৎপাটন।
জীবনবিহঙ্গাশ্রয়, তোমা হতে হলো ক্ষয়,
তবে সে আর কোথা রয়, বিনাবলম্বন ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমা তেতালা।

মান্‌না বেসরি ইয়ারবে।
বেসরিআলা মুজবে দেওআঁড়িদিকি দিঠাগ্রিঃ
গোনাহ্বারে ॥
মোশ্বরছাঁড়ে লাগি লড়তেরিবে মিঞা,
এয়সা তো সাড়েশোরিদিঠোদি পানা গোনাহারে ॥

কত আর যাতনা করিব সার।
সে যে বিনি দোষে রোষে,
নাহি তোষে একবার ॥

করি যতন তুমি মন, সর্ব্বক্ষণ সখি তার।
তথাপি কদাপি ত মন মত্ত, না হোলো আমার॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমা তেতালা।

দোনয়নামর্ডে লাগে তু সাড়েনালবে।
সুনলিমচমহেড়া ইয়ার॥
চসমে মন দরচসমতো চসমানেতো জায়ে,
দিগর মন তামাসায়তোদারম তু তামাসায় দিগর॥

সাধে সাধি প্রিয়জনে, সযতনে সজনি।
জীবনের জীবনধন, হয় সেই গুণমণি॥
যার মিলনে হয় মনে, সুখ দিবস রজনী।
ক্ষণ তার অদর্শনে, হই মণিহারা ফণী॥
তার বদনে শ্রবণে শুনিয়ে, মধুধ্বনি।
থাকি পলকে পলকে পুলকে পূর্ণিত অমনি॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমা তেতালা।

রবকোই নামারম পায়াবে।
সারেজাঁহা মেয়তো ঢুঁড ফিরে॥
যো তু সেঞ্জিয়াদি জটিপরওয়াম,
লেদা আজবতরেহিদিঞা শোরি রাখেথি॥

শঠের কপট প্রেমে মই, মজে কত সোই।
সদা ব্যাকুলিত চিত্ত, মরমেতে মোরে রোই॥
কাচে ভাবিয়ে কাঞ্চন, বৃথা হোলো আকিঞ্চন,
বল করি কি এখন, দিবা নিশি ভাবি ওই॥
ভাবিয়ে সরল মন, সোঁপেছি যৌবনধন,
এখন সে জন, জানেনাক অন্য বোই।
কি ব্যাভার চমৎকার, কখন না হেরি আর,
যারে ভাবি সে আমার, আমি তার নই॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

সাঁওলিয়া তৈঁইত মন লিনুরে।
তেরে সাঁওলি স্থরতিপরে মনলোভাওঁ,
চলো চলো কান্ত যৌবনরস লিনুরে॥
তেরে রসকে মুরলিয়া বাজনে লাগে
সপ্ত স্থর তেনে গ্রামরে,
গায়ন গায়ন গায়ন রে ব্রজকি সখীয়ন রেউরে মগন॥

বিরহজ্বালা প্রাণে কত সহিব রে।
মনোদুখ অন্য কারে কহিব রে॥
সে জন যদি এমন নিষ্ঠুরতা করে,
তবে কার তরে এ যৌবনভার বহিব রে॥

আর সহে না রহে না বুঝি প্রাণ দেহমাঝে,
অধৈর্য্য হইয়ে সহ্য করি লোকলাজে,
শীঘ্রগতি গিয়ে সখি বল রসরাজে,
অবিরত আর কত দুখানলে দহিব রে॥

রাগিণী লুম খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

মেয় তোকেতরে সেইহো সেইঞা নাহি যাইহোরে।
মোবিবেহিঞা তোমবোরি সেইঞা চড়িয়া তোড়িরে॥
মোসে বরাজোরিকিনি সেইঞা মেয় নাহি যাইহোরে॥

কেন মন উচাটন হয় তার তরে।
ছলনা করিয়ে যেই ললনার প্রাণ হরে॥
প্রথমে প্রিয়সম্ভাষে, বদ্ধ করি মায়াপাশে,
শেষে সে নাহি জিজ্ঞাসে, দৈবে দেখা হলে পরে॥

রাগিণী লুম খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, ব্যাকুল অন্তরে।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত সই ঘরে পরে॥
মনসাধে সাধি বাদ, ঘটালে প্রেমে প্রমাদ,
দিয়ে পর পরিবাদ, রহিল সে স্থানান্তরে॥

রাগিণী লুম-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

যাও হে নাগর রসসাগর, যথা তব মন।
পুরাতন ত্যজিয়ে কর, নূতনে যতন।
হয়েছে কি পথভ্রম, তাইতে হোলো সমাগম,
অন্যথা হলে নিয়ম, যাতনা পাবে সে জন॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

তেরে সাঁওলি স্মুরতি পর ওয়ারিরে।
ব্রন্দারেবনকে কুঞ্জগলনমে,
মুরলি বাজায়ে গেরেধারীরে॥

তার বিরহে বুঝি, না সহে প্রাণ রে।
মনে করি ধৈর্য্য ধরি, না মানে বারণ রে॥
তাই ভাবি নিরবধি, সানুকূল হয়ে বিধি,
যদি মিলায় গুণনিধি, পাই পরিত্রাণ রে॥

রাগিণী জংলা-খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

আর কত সবে দুখ অবলার প্রাণে।
মন বুঝায়ে রাখি আঁখি, নিষেধ না মানে॥
কিবা দিবা বিভাবরী, যখন যে স্থানে।
নিরন্তর চেয়ে তার আশাপথ পানে॥

[illegible] পরিমাণে,

[illegible] বয়ানে ॥

[illegible] সখি কে দয়াদানে।

জানাবে নানা যাতনা তার বিদ্যমানে ॥

রাগিণী ঝিঁজটি—তাল ঢিমাতেতালা।

সেতমকরেদিঞা তেরি বনশীরে।

সেতম করেদিঞা নেসামরোয়াঁ মনহরে

লিনুরে তেরি বনাশী ॥

তণ্ডরে মণ্ডরে জাদুটোনামে

আজ ভুল গেঞিয়া সো করমকি বাত ॥

প্রাণ কেমন করে ঘরে বুঝি, থাকা দায় ॥

প্রাণ কেমন করে তার তরে,

আপনি নহি আপনায়, কি দায় ॥

না হেরে বিধুবদন, সতত অস্থির মন,

ভেবে সদা সর্ব্বক্ষণ, হলেম পাগলিনী প্রায় ॥

কিদায় ॥

রাগিণী ঝিঁজটি—তাল ঢিমাতেতালা।

কেন প্রাণ কাঁদে তার লাগি।

যে জন যতনে মনে নহে, প্রেমঅনুরাগী ॥

ভাল বলে ভালবেসে, সে সুখতরঙ্গে ভেসে,
এই হলো অবশেষে, কেবল দুখের ভাগী ॥

রাগিণী ঝিজটি—তাল তিওটতেতালা।

বল কিসে হলো অভিমান আছ ম্রিয়মান।
বিনা দোষে কেন হেরি মলিন বিধুবয়ান ॥
যেন মানরাহু আসি, সুধাকরে আছে গ্রাসি,
চকোর সুধাপিপাসী, মন কিসে পায় ত্রাণ ॥
গ্রহণ মুক্ত কারণ, করি বিনয় পুরশ্চরণ,
মান ধন বিতরণ, জাপক সমান।
যদি দৈব কর্ম্মফল, কপালে হয় সফল,
মুখেন্দু হবে নির্ম্মল, তবে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ ॥

রাগিণী ঝিজটি—তাল জলদতেতালা।

দুঃসহ বিরহজ্বালা, প্রাণে নাহি সয়।
এ হতে সই কোন মতে মরণ যাতনা নয় ॥
চরমে পরম সুখ, নাহি হয় কিছু দুখ,
ইন্দ্রিয় হলে বিমুখ, কে করিবে ভয় ॥

দেহ অবসান হোলে, চিতানলে যায় জ্বলে,
নিভায় নদীর জলে, চিহ্ন নাহি রয়।
প্রিয়বিচ্ছেদ আগুনে, দহে প্রাণ প্রতিক্ষণে,
দরশনবারি বিনে. নির্ব্বাণ না হয়॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল জলদতেতালা।

চকোরের সুধাক্ষুধা না যায় মধু পানে।
অলি পরিতৃপ্ত নয় চেয়ে চন্দ্র পানে॥
প্রফুল্ল কমলোপরে, ভেক কি বিরাজ করে,
পতঙ্গ না প্রাণে মরে, দিবাকরে দেহ দানে॥
কার সঙ্গে কার সখ্য, কে করে কোথায় লক্ষ্য,
কে সাপক্ষ কে বিপক্ষ কার, কেবা জানে॥
তেমতি মনের গতি, যার প্রতি যার প্রীতি।
সেই যেন রতিপতি, প্রিয় অতি তার স্থানে॥

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট--তাল কাওয়ালী।

মোরি ননদো নিকোম্মিয়া জাগিরে।
ঝুমত সোহাগম নেস দিন জাগি কুমত
দেখে ডর লাগিরে॥

আমার ননদিনী ধনী যেন কালফণী প্রায়।
তার বচনদংশন সহা নাহি যায়॥
বিনয়ত্যাগা বাঙ্গুনি, শুনে না মন্ত্র কান্দুনি,
বিষদন্তভাঙ্গা গুণী, মিলে গো কোথায়॥
কথন কাহার অঙ্গে, দংশিলে কাল ভুজঙ্গে,
মন্ত্র ঔষধপ্রসঙ্গে, সে ত ত্রাণ পায়॥
এ বিষে নাহি নিস্তার, মানেনাক জলসার,
বুঝি প্রাণে বাঁচা ভার, দুখ কব কায়॥

রাগিণী লুম ঝিজটি—তাল পোস্ত—(গজল)।

কেঁও খাপা হো মোরি খাতা ক্যা হেয়।
কাঁসকে বোলোত মাজরা ক্যা হেয়॥

পোড়ে প্রেমফাঁদে
প্রাণ কান্দে দিবা বিভাবরী।
সহে না লোকগঞ্জনা, বল কিসে ধৈর্য্য ধরি॥
পিরীতে সই এত দুখ, ভাবিলে বিদরে বুক,
প্রথম আশা কোরে সুখ, শেষে বুঝি প্রাণে মরি॥
প্রতিবাসী প্রেমপ্রসঙ্গে, কত বলে নানা রঙ্গে।
ডুবিল কলঙ্কতরঙ্গে, নিষ্কলঙ্ক কুলতরি॥

গৃহে ননদিনী ধনী, সে যেন সই কাল ফণী,
সদা দিবস রজনী, তার বাক্য বিষে জ্বরি ॥
আমি যেই মানুষের মেয়ে, ঘর করি কত গমখেয়ে,
কেবল সে চাঁদমুখ চেয়ে, কত দুখ সহ্য করি ॥

রাগিণী লুম-ঝিজটি—তাল পোস্ত-(গজল)।

সুখ দুখ একৈকালে সৃষ্টি, হয়েছে উভয়।
মনে নাহি হয় সুখ, না থাকিলে দুখ ভয় ॥
হাস্য সহিত রোদন, সদত করে ভ্রমণ,
যথা থাকে স্থাপ্য ধন, বিষধর ছাড়ানয় ॥
অন্ধকার না থাকিলে, আলোকে কে ভাল বলে,
তাই দিনকর অস্তে চলে, দিবা গতে রাত্র হয় ॥
তেমতি প্রণয় ধন, কথায় কি হয় উপার্জ্জন,
কলঙ্ক লোকগঞ্জন, সহ্য কর সমুচয় ॥
ওলো সোই প্রেমের পথে,
বিঘ্ন আছে পদে পদে,
যদি মিলে মতে মতে,
সে প্রেমের নাহি ক্ষয় ॥

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল একতালা।

এ নেপাহি মডি আরজ আরজ মুনেজায়োরে
জানেওয়ালে।
কব কি মেয় ঠাডি ঠাডি আরজ করে মডমিয়া
এতেনি আরজ মোরি মানলে জানেওয়ালে॥

সখি করি কি উপায় রে।
বড় দায় ঘটিল আমায় রে॥
দারুণ বিরহানলে, প্রাণ জ্বলে যায় রে।
হইয়ে আশার আশ্রিত, সদা ব্যাকুলিত চিত,
হিতে হলো বিপরীত, হায় হায় হায় রে॥
চেয়ে এদুখিনী পানে, কে কয় গিয়ে বঁধুর স্থানে,
মিলনজীবন দানে, কেন না নিভায় রে॥
যদি দেখা পাই আর, রাখিব করে গলার হার,
বিনয়ে সাধিব তার, ধরে দুটি পায় রে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদ তেতালা।

বল না এখন কেন, এলো না সে গুণমণি।
বাড়িছে রজনী যেন, দংশিছে বিরহফণী॥
ক্ষণ অদর্শনে যার, দুখে ভাসি অনিবার,
দুখিনীর গলার হার, বুঝি পরিল কোন ধনী॥

যাতনা সহে না আর, ধৈর্য্য ধরা হলো ভার,
কিসে হেন ব্যবহার, করে লো সজনি।
আমি মরি তার তরে, সে নাহি ভাবে অন্তরে,
যতনে প্রাণ দিয়ে পরে, আপনায় নহি আপনি॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল টিমাতেতালা।

যতনে এত যাতনা তা ত নাহি জানি আগে।
তবে কি হই অনুরাগী তার প্রেমঅনুরাগে॥
অরসিকের প্রেমে ধিক, ভালবাসা সব অলীক,
হলে সুজন প্রেমীক, ভাঙ্গে কি প্রেম আগেভাগে।
দু[illegible]গী যেই জন, সুখে সুখী সর্ব্বক্ষণ,
হেরি বিরস বদন, কাতর চিত বিরাগে।
এখন কিসের তরে, বধিল বিচ্ছেদশরে,
কলঙ্কিনী ঘরে পরে, এই বড় গায়ে লাগে॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল টিমাতেতালা।

বিচ্ছেদ যাতনা অতিশয়, তা ত নয় গো।
সুখের জলধি স্রোত, নিরবধি বয় গো॥
সদা নেত্র উন্মিলনে, হেরি সে মনোরঞ্জনে,
প্রতি পলক পতনে, অঞ্জনে মিশায় গো॥

যখন থাকি নিদ্রিত, স্বপ্নে প্রাণ পুলকিত,
সে হোয়ে হৃদয়োদিত, যেন কত কয় গো ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঢিমাতেতালা।

বিচ্ছেদে হয় জীবন সংশয় তা ত নাহি সয়।
সে যে মম মনোময় তাই এদেহে প্রাণ রয় ॥
কিবা দিবা বিভাবরী, মানসে দর্শন করি,
সুখে সর্ব্বকাল হরি, পাসরি যাতনা ভয় ॥
হউক হয়েছে বিচ্ছেদ, তাতে কিছু নাহি খেদ,
সে ত চিত হতে ভেদ, তিল আধ নয়।
আমি তায় বেসে ভাল, চিরদিন আছি ভাল,
সে বাসে না বাসে ভাল, তায় কিবা ফলোদয় ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঢিমাতেতালা।

কে বলে তোমায় সরল ব্যভারে তা জানা গেল।
ভাল বলে বাসি ভাল, দিলে তার প্রতিফল ॥
মুখে সুধা ভাষা ভাষি, কুলাঙ্গনার কুল নাশি,
অন্তরে গরল রাশি, প্রকাশিলে সে সকল ॥
মিলিলে সুজন সনে, তার প্রেম আলাপনে,
হয় সুখ সর্ব্বক্ষণে, প্রফুল্ল হৃদিকমল।

আগে কে জানে এমন, কপট কঠিন মন,
নতুবা হয় কখন, প্রেমাশালতা বিফল ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল জলদতেতালা।

মারু রাজবালোরে ধনওয়ারি মারু।
মেয় তো থারি দাসীওয়ারি জনম জনম কিয়ে
অওয়ে নিহে লাগাকর পালোরে ॥

কার প্রেম অনুরাগে, ভুলেছ এ অধিনী রে।
কি দোষে হয়েছি দোষী,
বারেক না চাও ফিরে ॥
প্রথমে সুখ উদ্দেশে, তব প্রেমোল্লাসে ভেসে,
ধরিতে হইল শেষে, দুখের পসরা শীরে ॥
পুরুষের কঠিন মন, নিত্য নূতনে যতন,
করিলেও প্রাণপণ, তবু দয়া নাই শরীরে।
এখন নাহি উপায়, কি বলিব বিধাতায়,
এদুখ না সহা যায়, মেঘ শৃঙ্গে ভাঙ্গিল হিরে ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল জলদতেতালা।

শঠ কপট লম্পট সে কি ধারে প্রেমের ধার।
নাহি মান অপমান, পাষাণ হৃদয় তার ॥

আপন কার্য্যের তরে, সকলের পায়ে ধরে,
যদি পরে প্রাণে মরে, না করে কথার উপকার ॥
যে মজে তাহার প্রেমে, সুখী না হয় কোন ক্রমে,
সদত মনের ভ্রমে, ভ্রমে কোরে হাহাকার।
অতএব নিজ মন, সুজনে কর অর্পণ,
লভ্য হবে প্রেমধন, সুখের নাহিক পার ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল জলদ তেতালা।

আর সহে না নিদারুণ যন্ত্রণা।
বুঝি তার বিরহে দেহে প্রাণ রহে না ॥
বিনা তার দরশন, বল করি কি এখন,
অস্থির হয়েছে মন, প্রবোধ মানে না ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল পোস্ত-(গজল)।

এক দমসেরে বালিনম জানান বিয়া কদমতবোসম।
পেয়মানা সেকন বরসেরে পেয়মানা বিয়া কদমতবোসম ॥
একদস্ত সোরাহিও দেগর দস্তকদাহাগির।
মেয় নোসকুন এয় দেলবর মস্তানা বিয়া কদমতবোসম ॥